বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 06 Vol >>008>>24 Ashwin 1432 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৬ অংক >> ০০৮ >> << ২৪শে, আশ্বিন ১৪৩২>>

গাজায় বন্দি প্রত্যর্পণ চুক্তি অনুমোদন করলো ইসরায়েল

গাজাঃ গাজায় শান্তিচুক্তির অঙ্গ হিসাবে সব পণবন্দির মুক্তির বিষয়ে ফ্রেমওয়ার্ক বা কাঠামো অনুমোদন করলো নেতানিয়াহু সরকার। সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করে জানানো হয়েছে, মৃত বা বেঁচে থাকা সব বন্দিকে মুক্তি দেওয়া নিয়ে ফ্রেমওয়ার্ক অনুমোদন করেছে মন্ত্রিসভা। হামাসের হাতে এখনো ৪৮ জন ইসরায়েলি বন্দি আছেন, তার মধ্যে ২০ জন বেঁচে আছেন বলে মনে করা হচ্ছে। চুক্তি অনুযায়ী, হামাস সব বন্দিকে মুক্তি দেবে এবং ইসরায়েল গাজা থেকে সেনা প্রত্যাহার করে নেবে। হামাসকে সন্ত্রাসবাদী সংগঠন বলে ঘোষণা করেছে যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানিসহ অনেক দেশ। অন্যদিকে গাজায় শান্তিচুক্তি যাতে ঠিকভাবে রূপায়ণ করা হয়, সেজন্য দুইশ জন সেনার একটি দল পাঠাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক এক কর্মকর্তা বলেছেন, মিশর, তুরস্ক, আমিরাত, কাতারের সেনাদের নিয়ে গঠিত টাস্ক ফোর্সের অংশ হবে এই মার্কিন সেনা দলটি।

বাজার দর
SENSEX : 82500.82 +328.72
NIFTY : 25285.35 +103.55

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
27.00 °c	19.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 17.26 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05.44 টা

গহনার বাজার
সোনা (বিক্রী) 1,18,970 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 1,13,300 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 1,67,000 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

কাবুলে পরপর দুইটি বিস্ফোরণ

কাবুল ঃ বৃহস্পতিবার রাতে কাবুলে দুইটি বিস্ফোরণ হয়। স্থানীয় সময় রাত নয়টা ৫০ মিনিট নাগাদ প্রথম বিস্ফোরণ হয়। তার কয়েক মিনিট পর দ্বিতীয় বিস্ফোরণ হয়। সরকারি মুখপাত্র জানিয়েছেন, আব্দুল হক স্কোয়্যারে বিস্ফোরণ হয়। এর কাছেই একাধিক মন্ত্রণালয়ের অফিস আছে। তবে বিস্ফোরণের ফলে হতাহতের কোনো খবর নেই। তদন্ত চলছে। স্থানীয় মানুষ জানিয়েছেন, দ্বিতীয় বিস্ফোরণটি হয় শার-ই-নাও এলাকায়। বৃহস্পতিবারই আফগানিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকি দিল্লি এসেছেন। শুক্রবার ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শংকরের সঙ্গে তার বৈঠক হওয়ার কথা আছে।

ট্রাম্পের ন্যাশনাল গার্ড পাঠানোর সিদ্ধান্তে স্থগিতাদেশ

শিকাগো ঃ যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয়ে ন্যাশনাল গার্ড পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্প। কিন্তু শিকাগোর ফেডারেল বিচারক তার উপর স্থগিতাদেশ জারি করেছেন। বিচারক এপ্রিল পেরির যুক্তি, কোনো রাজ্যে ফেডারেল বাহিনী পাঠানোর অর্থ হলো আগুনে ঘি ঢালার মতো ঘটনা। দুই ঘণ্টা ধরে শুনানির পর তিনি স্থগিতাদেশ দেন। অন্যদিকে পোর্টল্যান্ডেও ফেডারেল বাহিনী পাঠাতে চেয়েছিলেন ট্রাম্প। তার উপরেও স্থগিতাদেশ জারি হয়েছিল। কিন্তু সান ফ্রানসিস্কোর তিন বিচারকের বেঞ্চ সেই নির্দেশ খারিজ করে দিয়েছেন। ফলে পোর্টল্যান্ডে ফেডারেল বাহিনী পাঠাতে পারবেন ট্রাম্প।

গাজা চুক্তির প্রাথমিক বিষয়ে সহমত ইসরায়েল ও হামাস

গাজা ঃ বুধবার এই দাবি করেছেন অ্যামেরিকার প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্প। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জানিয়েছেন, চুক্তির ফেস-১ বা প্রাথমিক শর্তগুলি দুইপক্ষই মেনে নিয়েছে। এর ফলে খুব দ্রুত হামাসের হাতে আটক অবশিষ্ট ইসরায়েলি বন্দিরা মুক্তি পাবেন। অন্যদিকে ইসরায়েলও গাজা থেকে নিজেদের সেনা সরিয়ে নেবে। বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, চুক্তির ফেস-১ বা প্রাথমিক শর্তে এই দুইটি বিষয়ের উপরেই সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার মিশরে চুক্তির প্রথম পর্ব আনুষ্ঠানিকভাবে সই হবে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে এখনো এবিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি। ইসরায়েলের সেনা কত দূর পর্যন্ত সরবে, কতজন ফিলিস্তিনের বন্দিকে মুক্তি দেওয়া হবে, আর কী কী বিষয় আছে ওই চুক্তিতে এর কোনো কিছুই এখনো স্পষ্ট নয়। তবে হামাসের সূত্র সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছে, এর ফলে গাজায় ত্রাণও ঢুকতে পারবে।

পশ্চিমবঙ্গে এক-তৃতীয়াংশ ভোটার কি আতশকাচের নিচে?

কলকাতা (পায়েল সামন্ত) ঃ পশ্চিমবঙ্গের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ভোটারকে তালিকায় থাকতে হলে উপযুক্ত নথিপত্র দিতে হবে। যে ভোটারদের অতীতের পারিবারিক সূত্র পাওয়া যাবে, তাদের মাথাব্যথা কম।

বিহারের পরে পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকার নিবিড় সমীক্ষা বা স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন (এসআইআর) হতে চলেছে। এই লক্ষ্যে বুথ লেভেল অফিসারদের মাধ্যমে প্রথম পর্যায়ের কাজ সেরে ফেলেছে নির্বাচন কমিশন। তাদের ম্যাপিংয়ের ভিত্তিতে সমীক্ষার কাজ চালানো হবে।

ভোটার তালিকার ম্যাপিং

২০০২ সালে শেষ বার নিবিড় সমীক্ষা হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গে। তার সঙ্গে এ বছরে প্রকাশিত সর্বশেষ ভোটার তালিকা মিলিয়ে দেখা হচ্ছে। এই প্রক্রিয়াকেই বলা হচ্ছে ম্যাপিং।

কী দেখা হচ্ছে এই ম্যাপিংয়ে? নির্বাচন কমিশন সূত্রের খবর, এখন যে ভোটাররা তালিকায় রয়েছেন, তাদের অভিভাবকের নাম সর্বশেষ এসআইআরের সময়ে তালিকায় ছিল কিনা, সেটা দেখা হচ্ছে। অর্থাৎ একজন ভোটারের অতীতের পারিবারিক যোগসূত্র দুটি তালিকায় পাওয়া গেলে তিনি কার্যত চিহ্নিত হয়ে যাচ্ছেন বৈধ ভোটার হিসেবে। তার ক্ষেত্রে নথিপত্র দাখিলের ঝক্কি বিশেষ পোহাতে হবে না। শুধু কমিশনের ফর্ম পূরণ করলেই তারা অনেকটা নিশ্চিত।

যাদের ক্ষেত্রে এ ধরনের কোনো পারিবারিক যোগসূত্র দুটি তালিকায় পাওয়া যাবে না, মূলত সেই ভোটাররা কমিশনের আধিকারিকদের আতশকাচের তলায় চলে আসবেন। কমিশন নির্ধারিত নথি তাদের জমা দিতে হবে। অর্থাৎ সর্বশেষ প্রকাশিত তালিকায় থাকা কোনো ভোটারের বাবা-মায়ের নাম যদি শেষ নিবিড় সমীক্ষার তালিকায় না থাকে, তাকে নথিপত্র পেশ করতে হবে।

এই ম্যাপিংয়ের কাজ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বুথ স্তরের অফিসাররা সেরে ফেলেছেন। কমিশন সূত্রের খবর, এ রাজ্যের ক্ষেত্রে ৬৫ শতাংশ মিল পাওয়া গিয়েছে। অর্থাৎ দুই-তৃতীয়াংশ ভোটারের তালিকায় থেকে যাওয়ার ব্যাপারে বিশেষ সংশয় থাকছে না। বাকি ৩৫ শতাংশ ভোটারকে নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

চলতি বছরে প্রকাশিত ভোটার তালিকা অনুসারে, পশ্চিমবঙ্গের ভোটার সংখ্যা সাত কোটি ৬৩ লক্ষ ৯৬ হাজার ১৬৫। কমিশন সূত্রের খবর, প্রায় পাঁচ কোটি ভোটারের ক্ষেত্রে ম্যাপিং মিলে যাচ্ছে। কিন্তু আড়াই কোটির বেশি ভোটারের ক্ষেত্রে পারিবারিক যোগসূত্র বা নামের মিল না থাকায় তাদের কমিশন নির্দিষ্ট শংসাপত্র দেখাতে হবে।

বিহারের পরে বাংলা

বিহারে সদ্য নিবিড় সমীক্ষার কাজ শেষ হওয়ার পরে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। এই প্রতিবেশী রাজ্যে ম্যাপিংয়ের সময়ে ৮০ শতাংশ মিল পাওয়া গিয়েছিল। বাকি ২০ শতাংশ ভোটার, যাদের পারিবারিক যোগসূত্র পাওয়া যায়নি, তাদের একাংশের নাম তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এই হার আরো বেশি হয় অপেক্ষাকৃত অধিক সংখ্যায় ভোটারের বাদ পড়ার আশঙ্কা কি ইতিমধ্যেই তৈরি হয়ে গেল?

পশ্চিমবঙ্গের সব জেলার ম্যাপিংয়ে কিন্তু দুই-তৃতীয়াংশ ভোটারের নামের সামঞ্জস্য পাওয়া যায়নি। এটা গোটা রাজ্যের গড় হিসেব। কোনো কোনো জেলায় এই হার আরো কম। যেমন উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় যথাক্রমে ৩৫ ও ৪৫ শতাংশ মানুষের পারিবারিক যোগসূত্র পাওয়া গিয়েছে। বর্তমান ও অতীতের তালিকা বিবেচনা করলে, উত্তর ২৪ পরগনার মতো বড় একটি জেলার দুই-তৃতীয়াংশ ভোটারকে তালিকায় থাকতে হলে প্রয়োজনীয় নথিপত্র পেশ করতে হবে।

বিজেপি বারবার অভিযোগ করেছে, সীমান্তবর্তী এলাকায় অনুপ্রবেশের ফলে জনবিন্যাসের তারতম্য ঘটেছে। একথা বলেছেন খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও। অন্য দেশ থেকে আসা মানুষদের আধার, রেশন কার্ড তৈরি হয়ে গিয়েছে অসাধু উপায়ে। ম্যাপিংয়ের তথ্য অনুসারে, সীমান্তের লাগোয়া জেলাগুলিতে অর্ধেকের বেশি মানুষের তথ্যে সামঞ্জস্য থাকছে না। এদের নথি দেখতে চাইবে কমিশন।

রাজনৈতিক বিশ্লেষক মইদুল ইসলাম ডিডাব্লিউকে বলেন, উত্তর ২৪ পরগনায় অন্য দেশ থেকে আসা মানুষরা শুধু আছেন, এমনটা নয়। বিহার, উত্তরপ্রদেশের অনেক মানুষ এই জেলায় থাকেন। এদের বড় অংশ অসংগঠিত শ্রমিক। এই জনতাকে নথি দেখাতে হবে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষক, অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথ ডিডাব্লিউকে ভট্টাচার্য বলেন, এত গরমিল হলে তাহলে তো বলতেই হয় কিছু একটা ঘটনা ঘটেছে। সেটা অনুপ্রবেশই হোক, বা ভুয়া ভোটার হোক, অথবা নতুন ভোটার বাইরের রাজ্য থেকে এসে সংযোজিত হয়েছে। সীমান্তবর্তী জেলায় ৬৫ শতাংশ গরমিল হয়ে যাচ্ছে, এটা ভাবা যায় না। যদি এরকম হয়ে থাকে, তাহলে তাদের প্রোফাইল দেখতে হবে। অন্য দেশের নাগরিকদের যে ডেমোগ্রাফিক ক্যারেক্টরগুলো যদি এখানে মেলে, তাহলে মনে করতেই হবে যে, একটা অনুপ্রবেশ বড় সংখ্যায় ঘটেছে।

তিনি বলেন, ২০০২ সালে যখন নিবিড় সমীক্ষা হয়েছিল, তখন ২৮ লক্ষ মানুষ বাদ গিয়েছিল। শুভেন্দু অধিকারী বলছেন দেড় কোটি মানুষ বাদ যাবে। কিন্তু আদতে বিরোধী দলনেতা বা মুখ্যমন্ত্রী কারোরই বলার ক্ষমতা নেই, কত মানুষ বাদ যাবেন। কিন্তু এটা ঘটনা যে বহু মৃত মানুষের নাম আছে। জায়গা ছেড়ে চলে গিয়েছেন, এরকম অনেক মানুষের নাম আছে। তার সঙ্গে ভুয়া ভোটার, অনুপ্রবেশকারী তো আছেই। সুতরাং বিরাট সংখ্যক মানুষের নাম বাদ যাবে, এটা স্বাভাবিক।

রাজনৈতিক বিশ্লেষক অধ্যাপক রাজাগোপাল ধর চক্রবর্তী ডিডাব্লিউকে বলেন, ২০০২ সালের শেষ নিবিড় সমীক্ষা হয়েছিল। তখন থেকে এই ২৩ বছরে ভোটার ৬৬ শতাংশ বেড়েছে। তার মানে প্রতি বছর তিন শতাংশ হারে বৃদ্ধি। জনসংখ্যা বেড়েছে ১.৪ শতাংশ হারে। জনসংখ্যার তুলনায় ভোটার কখনোই দ্বিগুণ হারে বাড়তে পারে না। পাইলট সমীক্ষাতেই বোঝা যাচ্ছে, অনেকটা গরমিল আছে। এরপর যখন বাড়ি বাড়ি গিয়ে সমীক্ষা হবে, তাতে আরো অনেক নাম বাদ পড়ার সম্ভাবনা থাকছে। তিনি বলেন, বিহারে যদি ৪৭ লাখ বাদ পড়ে থাকে এত অল্প সময়ের মধ্যে, তাহলে পশ্চিমবঙ্গে তো অনুপ্রবেশের বড় সমস্যা রয়েছে, সেখানে বাদ পড়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। অনুপ্রবেশকারী নিয়ে বরাবরই কেন্দ্র সরকার কড়া বক্তব্য পেশ করে আসছে। তাই এদের চিহ্নিত করা প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু এই প্রক্রিয়া শেষ করতে অনেকটা সময় লেগে যেতে পারে।

আধারে কি রক্ষা?

কমিশন নির্দিষ্ট নথির মধ্যে আধার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে। কিন্তু আধার আসল কিনা, সেটা পরীক্ষা করে দেখার অধিকার আছে কমিশনের।

রবীন্দ্রনাথ বলেন, অনুপ্রবেশ যদি ঘটে থাকে এবং আধার যদি জাল হয়, সেক্ষেত্রে একটা বিরাট অংশের ভোটার বাদ যাওয়া সম্ভাবনা থাকছে। যেহেতু নির্বাচন কমিশনের হাতে আধার যাচাই করার ক্ষমতা আছে। কমিশন যদি যথাযথ সাহায্য পায় বা ঠিকঠাকভাবে এই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করতে পারে, তাহলে এটা নিশ্চিত যে, বহু সংখ্যক মানুষ বাদ যাবে।

রাজাগোপালের বক্তব্য, জনবিন্যাস বদলাচ্ছে, সে তথ্য সরকারের কাছে আছে। অনুপ্রবেশের জন্য এই জনবিন্যাস পাল্টাচ্ছে। এতে ভারত সরকার চিন্তিত। ভারতের নিজস্ব জনসমষ্টি দ্বারা যদি জনবিন্যাস পাল্টে থাকে, সেটা মানতে হবে নয়াদিল্লিকে। কিন্তু যদি অনুপ্রবেশের জন্য জনবিন্যাস পাল্টায়, তাহলে কেন্দ্রকে বাধা দিতেই হবে। সেই বাধাটাই বোধহয় নির্বাচন কমিশনের মধ্য দিয়ে আসছে।

শীর্ষ আদালতে এই মামলার অন্যতম আবেদনকারী ছিল অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক রিফর্ম বা এডিআর। সংগঠনের পশ্চিমবঙ্গ শাখার সঞ্চালক উজ্জয়নী হালিম ডিডব্লিউকে বলেন, এই ভোটার তালিকা মিলিয়ে দেখার ব্যাপারটি স্পষ্ট নয়। আমি মৌখিকভাবে একজন বুথ লেভেল অফিসারের সঙ্গে কথা বলছিলাম, যারা এ রাজ্যে নিবিড় সমীক্ষার জন্য প্রশিক্ষণ পেয়েছেন, তেমন একজন স্কুল শিক্ষিকা। তার নিজের ধারণাই স্পষ্ট নয় যে কাজটা কী ভাবে করতে হবে? ২০০২ এর তালিকার সঙ্গে ২০২৫ মেলালে অমিল তো থাকবেই। মৃত্যু, বিয়ের পরে নারীদের ঠিকানা বদল, কর্মসূত্রে স্থানান্তর ইত্যাদি কারণে ২৩ বছরে অনেক কিছু বদলে থাকবে। আমারই তো ২০০২-এর তালিকায় নাম এক বুথে ছিল, ২০২৫-এ আর এক বুথে।

ম্যাপিং সম্পর্কে তিনি বলেন, নিবিড় সমীক্ষার বিষয়টি বিহারের ক্ষেত্রে স্পষ্ট হয়েছে। যাদের নাম সে রাজ্যে বাদ গিয়েছে ও যেভাবে বাদ গিয়েছে, সেটা স্পষ্ট ইঙ্গিত দেয়, পশ্চিমবঙ্গে কী হতে চলেছে। তবে এসআইআরের নামে ম্যাপিং প্রক্রিয়া গোলমেলে। এ বিষয়ে জনগণকেও কোনো তথ্য বা পরামর্শ নির্বাচন কমিশন দিচ্ছে না। জনসচেতনতা খুব দরকার।

ভোটার তালিকায় সংস্কারের ক্ষেত্রে তাড়াহুড়ো করার পক্ষপাতী নয় বিরোধীরা। মইদুল বলেন, ভুলভ্রান্তি হতে পারে যদি দ্রুততার সঙ্গে সমীক্ষার কাজ করা হয়। সাতদিনের মধ্যে কাজ শেষ করতে হবে, এমন নির্দেশ জারি করলে তালিকা নির্ভুল করা যাবে না। খসড়া তালিকা যদি জানুয়ারিতে বের করা যায়, অসুবিধা কী আছে। সেক্ষেত্রে তিনমাস সময় পাওয়া যাবে। ভোট তো এপ্রিলের আগে হচ্ছে না।

মন্তব্য পাহাড়ের মানুষ মনে করছে, সরকার আর চুক্তি বাস্তবায়নে আন্তরিক নয়, চুক্তি বাস্তবায়ন তাদের অগ্রাধিকার তালিকা থেকে বহু আগেই হারিয়ে গেছে

পাহাড়ে এই রক্তপাত ও হাহাকার বন্ধ হোক

নয়াদিল্লি (সঞ্জীব দ্রং) ঃ পাহাড়ে শান্তি আসতে পারে কিভাবে? এর উত্তর খুঁজতে গেলে প্রথমেই মনে আসে অনেক আগের একটি বক্তব্য।

''এই পাহাড়-পর্বতগুলিকে আমরা যেন কেবল আমাদের নিজ স্বার্থেই শাসন না করি, আমরা যেন কেবল এই পাহাড়-অঞ্চলের অধিবাসীদের স্বার্থেই, তাহাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের নিমিত্তই তাহাদের শাসনকার্য পরিচালনা করি। এই অঞ্চলে এরূপ শাসক চাই যিনি সরকারী শাসনচক্রের একটি অংশমাত্র হইবেন না, পার্বত্য অধিবাসীদের ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্বন্ধে তাহাকে যথেষ্ট সহনশীল হইতে হইবে, যে সহানুভূতির স্পর্শে বিশ্বের সকল মানুষকে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ করা সম্ভব, তাহাকে সেই সহানুভূতি অনায়াসে ও দ্রুততার সহিত তাহাদের মধ্যে সঞ্চারিত করিতে হইবে। সেই শাসককে নতুন নতুন চিন্তাধারার উদ্ভাবন এবং সেই চিন্তাধারার প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করিতে ও তাহা সফলভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে। কিন্তু তাহাদের জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কারে যাহাতে আঘাত না লাগে, তাহার জন্য সর্বদা সতর্ক থাকিতে হইবে।'' পাহাড়ি আদিবাসীদের জীবন ও সরলতা দেখে কথাগুলো বলেছিলেন ব্রিটিশ আমলে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রথম জেলা প্রশাসক ক্যাপ্টেন টি এইচ লিউইন (সুপ্রকাশ রায়, ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, পৃষ্ঠা ১৭)।

এই তথ্য জানা জরুরি যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলএবং সেখানের মানুষ বহু কাল থেকে তাদের ভিন্ন ভাষা, সংস্কৃতি, জীবনধারা ও পরিচয়ের কারণে বিশেষ বিধিবিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল। সেখানে এখানে পার্বত্য চট্টগ্রাম ম্যানুয়েল ১৯০০ প্রযোজ্য। এই সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও জাতিগত ভিন্নতার যথাযথ স্বীকৃতি নেই বলে পাহাড়ে বার বার সংঘাত হয়।

গত ৬ এপ্রিল পাহাড়ে আবার রক্তপাত হলো। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পঁচিশ বছর পেরিয়ে গেলেও এই রক্তপাত বন্ধ হয়নি। চুক্তিও যথাযথভাবে পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের মুখ দেখেনি। এবার বান্দরবানের রোয়াংছড়িতে যে আট জন নিহত হলেন, তারা বম জাতিগোষ্ঠীর সদস্য। আমরা দেখলাম, ২০২২ সালের জনশুমারি অনুযায়ী বম জনসংখ্যা মাত্র ১৩,১৯৩ জন। গত ১২ এপ্রিল আন্তর্জাতিক পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনের তিন জন কো-চেয়ারপার্সন সুলতানা কামাল, এলসা স্তামাপলো ও মীরনা কুনিংহাম কেইন যৌথ বিবৃতিতে গভীর উদ্বেগ জানিয়ে এই ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত ও দোষীদের আইনের আওতায় এনে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছেন। এই আন্তর্জাতিক কমিশন তাদের বিবৃতিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন না হওয়ার ফল হিসেবে এই ধরনের অস্থিরতা ও মানবাধিকার লংঘনের ঘটনাকে দায়ী করেছেন। তারা সরকারের কাছে পাঁচটি সুপারিশ তুলে ধরেছেন। যেমন, ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত করা স্থানীয় বম সম্প্রদায়ের লোকজনদের নিরাপত্তা বিধান করা এবং গত অক্টোবর মাসে যে সকল বম সদস্য পালিয়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছেন, তাদের ফেরত আনার ব্যবস্থা করা এবং আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের জরুরি সহায়তা প্রদান করা আদিবাসী অধিকারকর্মীদের উপর ক্রিমিনালাইজিং বা 'অপরাধীকরণ' কর্মকাণ্ড বন্ধ করা ও তাদের স্বাভাবিক জীবনযাপন নিশ্চিত করা পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার লংঘনের নিরপেক্ষ তদন্ত করা এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন করা ইত্যাদি।

আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে বুকভরা আশা নিয়ে শান্তিচুক্তির দিনে, অর্থাৎ ২ ডিসেম্বর ১৯৯৭ উৎসবে মেতে উঠেছিলেন পাহাড়ের মানুষ। দুই দশকের বেশি সময়ের রক্তক্ষয়ী সংঘাতের অবসান হয়েছিল তখন। এক নতুন জীবনের হাতছানি ওদের স্বপ্নের অনেক উচ্চে নিয়ে গিয়েছিল। শরণার্থী জীবন ছেড়ে হাজার হাজার মানুষ দেশে ফিরে এসেছিলেন। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইউনেস্কো শান্তি পুরস্কার পেয়েছিলেন এবং প্যারিসে গিয়ে দলবলসহ পুরস্কার গ্রহণ করেছিলেন। তখন শান্তিচুক্তি নিয়ে পত্র-পত্রিকায় লেখালেখির ছড়াছড়ি। টেলিভিশন চ্যানেলগুলোতে কত অনুষ্ঠান দেখেছি তখন। মনে আছে এবং নিশ্চয় রেকর্ড আছে, টিভিতে দেখেছি, পাহাড়ের বুকে, হ্রদের জলের ধারে নাচছে একদল তরুণ-তরুণী, ওদের মনে কত আনন্দ। বাঙালি শিল্পী ও পাহাড়ি শিল্পী মিলে দ্বৈতকন্ঠের গানও অনেকবার প্রচারিত হয়েছে তখন টিভিতে।আজ শান্তিচুক্তির পঁচিশ বছর পর এইসব রক্তক্ষয়ী ঘটনায় এসব মনে পড়ছে আর মন বেদনায় ভারাক্রান্ত হচ্ছে। কেন এখনও জুমের দেশে পাহাড়ি মানুষকে জীবনের অনিশ্চয়তা, দীর্ঘশ্বাস আর হতাশা নিয়ে দিন কাটাতে হয়? কেন বম পরিবারগুলো চলে গেল ভারতে? আমরা দেখছি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য এখন দৃশ্যমান কোনো পদক্ষেপ নেই। এটি এখন সরকারের অগ্রাধিকার তালিকায় আছে বলেও মনে হয় না। দেশে মিডিয়াতে, নাগরিক সমাজের আলোচনায়, অন্য কোথাও শান্তিচুক্তি নিয়ে কোনো আগ্রহ দেখি না। শুধু মাঝে মাঝে এই ধরনের রক্তপাত ঘটলে বা বড় ধরনের মানবাধিকার লংঘিত হলে মিডিয়াতে কিছু খবর প্রকাশিত হয়।

আমরা সবাই জানি, চুক্তির পঁচিশ বছর পার হলেও মূল বিষয়গুলো এখনও বাস্তবায়িত হয়নি। যেমন,পার্বত্য চট্টগ্রামে 'উপজাতীয় অধ্যুষিত অঞ্চলের' সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণের কথা ছিল, তা হয়নি। আঞ্চলিক পরিষদ ও জেলা পরিষদসমূহের শাসনতান্ত্রিক প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করার কথা ছিল, হয়নি। পাহাড়ের স্থায়ী অধিবাসীদের প্রত্যক্ষ ভোটে আঞ্চলিক পরিষদ ও জেলা পরিষদসমুহের নির্বাচন পঁচিশ বছরেও হয়নি। তিন পার্বত্য জেলার সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা, পুলিশ, ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, বন ও পরিবেশ, পর্যটন, মাধ্যমিক শিক্ষা, উন্নয়ন ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো এখনও জেলা পরিষদে পূর্ণাঙ্গরূপে হস্তান্তরিত হয়নি। আঞ্চলিক পরিষদ অকার্যকর, ক্ষমতাহীন এবং এই পরিষদের বিধিমালাও তৈরি হয়নি। বাইরে থেকে এসে বড় বড় পর্যটন প্রকল্প চলে গেছে পাহাড়ে সাজেক পেরিয়ে, যেখানে পাহাড়ি অধিবাসীদের নিয়ন্ত্রণ নেই বললেই চলে। ভারত থেকে ফিরে আসা পাহাড়ি শরণার্থীদের নিজ ভূমিতে পুনর্বাসনের কথা ছিল, হয়নি। ভূমি কমিশন দৃশ্যমান কাজ শুরুই করতে পারেনি। এই রকম অনেক 'না হওয়ার' ভেতর দিয়ে যেতে যেতে অনেক উপসর্গ তৈরি হয়েছে পাহাড়ে, যার একটি মর্মান্তিক পরিণতি হলো আটজন বম সম্প্রদায়ের মানুষ নিহত হওয়ার ঘটনা। এর আগেও অনেক রক্তপাত হয়েছে পাহাড়ে। সাম্প্রদায়িক হামলা হয়েছে, লংগদু পুড়ে গেছে, কোনোটারই সুষ্ঠু বিচার হয়নি।

অন্যদিকে আমরা দেখছি বিগত প্রায় ১২ বছরের বেশি সময় ধরে সরকার বলছে, চুক্তির ৭২টি ধারার মধ্যে ৪৮টি ধারা বাস্তবায়িত হচ্ছে। বর্তমান সরকারের এই হিসাবটা খুব ইন্টারেস্টিং। এর আগে এভাবে আমরা কেউ হিসাব বা তালিকা করতে দেখিনি। 'চুক্তির ৭২টি ধারার মধ্যে ৪৮টি' বাস্তবায়ন হয়েছে - এই হিসাব দেখলে যে কেউ বলবেন অগ্রগতি তো ভালোই। সরকারের এই হিসাবের চালাকি এখন দেখুন। যার কাছে পার্বত্য চুক্তির মূল কপি আছে তিনি একটু মিলিয়ে দেখবেন। যেমন, চুক্তির 'গ' অনুচ্ছেদ দেখুন। এই অনুচ্ছেদের ধারা ১-এ বলা হয়েছে, একটি আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত হবে। ধারা ২ বলছে, এই পরিষদে একজন চেয়ারম্যান থাকবেন। ধারা ৩-এ আছে, পরিষদে চেয়ারম্যানসহ ২২ জন সদস্য থাকবেন। ধারা ৪ বলছে, পরিষদে মহিলাদের জন্য ৩টি আসন সংরক্ষিত থাকবে। ধারা ৫ হলো সদস্যদের যোগ্যতা নিয়ে। ধারা ৬ বলছে, পরিষদের মেয়াদ হবে ৫ বছর। ধারা ৭-এ আছে, পরিষদে সরকারের যুগ্ম-সচিবতুল্য একজন মূখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা থাকবেন। ধারা ৮ হলো চেয়ারম্যানের পদ শূণ্য হলে করণীয় নিয়ে। ধারা ৯ হলো পরিষদের উন্নয়ন কর্মকান্ড সমন্বয় নিয়ে। এখন যাদের কাছে চুক্তির কপি আছে, তারা সহজেই বুঝতে পারবেন এই ৯টি ধারা মিলে আসলে একটি মাত্র অনুচ্ছেদ। সরকার এখানে দেখাচ্ছে ৯টি ধারা পূর্ণ হয়েছে। এইভাবে হিসাব দেখিয়ে সরকার বলছে ৪৮টি ধারা বাস্তবায়িত হয়েছে। যেন ঐ কুমির ছানার গল্প।

জাতীয় খবর রাজনীতি
বাংলা দৈনিক
JATIO KHOBOR BANGLA DAINIK
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rashtriyakhabar.com

বিশ্ব ডিম দিবস-২০২৫ ঃ ডিম দশে দশ

ভিয়েনা ঃ 'ডিমে আছে প্রোটিন, ডিম খাই প্রতিদিন'এ স্লোগান সামনে রেখে প্রতিবছরের মতো এ বছরও অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় শুক্রবার পালিত হচ্ছে বিশ্ব ডিম দিবস-২০২৫। এই দিবসের উদ্দেশ্য হলো, মানুষকে ডিমের পুষ্টিগুণ সম্পর্কে সচেতন করা, নিয়মিত ডিম খাওয়ায় উৎসাহ দেওয়া এবং ডিম নিয়ে প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণাগুলো দূর করা।

১৯৯৬ সালে অস্ট্রিয়ার ভিয়েনা শহরে আন্তর্জাতিক ডিম কমিশন অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় শুক্রবারকে বিশ্ব ডিম দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। এরপর থেকে সারা পৃথিবীতে দিনটি উদ্যাপিত হচ্ছে। বাংলাদেশেও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পোলট্রি ইন্ডাস্ট্রিজ সেন্ট্রাল কাউন্সিল এবং ওয়ার্ল্ডস পোলট্রি সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন নানা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

আমাদের শরীর প্রতিদিন প্রতি কেজি ওজনের জন্য প্রায় এক গ্রাম আমিষ চায়। সেই আমিষের সবচেয়ে সহজ, নির্ভরযোগ্য ও সাশ্রয়ী উৎস হলো ডিম। চলুন দেখি কেন বলা হয় 'ডিম দশে দশ'।

১. ডিম এককথায় পরিপূর্ণ খাবার

একটি ডিম থেকে সাধারণত ৭৭ কিলো ক্যালরি শক্তি পাওয়া যায়। সকালের নাশতায় একটি ডিম সারা দিনের পুষ্টি চাহিদার অনেকখানি পূরণে সহায়তা করে। একটি ডিমে থাকে প্রায় ৬ দশমিক ৩ গ্রাম উৎকৃষ্ট মানের আমিষ এবং ১৩টির বেশি পুষ্টি উপাদান। ভিটামিন এ, ডি, ই, কে, বি৬, বি১২, ফলিক অম্ল, কোলিনসহ নানা ভিটামিনের পাশাপাশি ডিমে আছে ওমেগা-৩ ও ওমেগা-৬ ফ্যাটি অ্যাসিড। হৃদ্যন্ত্র, মস্তিষ্ক ও ত্বকের জন্য এ উপাদানগুলো খুবই উপকারী। ডিমের মধ্যে ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম, আয়রন, জিংকের মতো কিছু খনিজ পদার্থও রয়েছে। এসব বিশেষ পুষ্টি উপাদান থাকার কারণেই ডিমকে বলা হয় পরিপূর্ণ খাবার বা 'সুপারফুড'।

২. ডিম প্রাকৃতিক আমিষের উৎকৃষ্ট উৎস

মানবদেহ গঠনকারী প্রধান উপাদান হলো আমিষ। তাই প্রতিদিনের খাদ্যে পর্যাপ্ত আমিষ থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ডিম আমিষের একটি চমৎকার উৎস। ডিমে ৯টি অত্যাবশ্যকীয় অ্যামিনো অ্যাসিডসহ (আমিষের মূল উপাদান) ১৮টি গুরুত্বপূর্ণ অ্যামিনো অ্যাসিড সঠিক অনুপাতে বিদ্যমান। এই আমিষ শরীরে নতুন কোষ গঠনে সাহায্য করে, রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে এবং হাড় মজবুত রাখে।

৩. ডিম হৃদ্রোগের আশঙ্কা কমাতে সাহায্য করে

উচ্চ ঘনত্বের লিপোপ্রোটিন (এইচডিএল) প্রায়ই ভালো কোলেস্টেরল হিসেবে পরিচিত। যাঁদের এইচডিএলের মাত্রা বেশি, তাঁদের সাধারণত হৃদ্রোগ ও অন্যান্য স্বাস্থ্য সমস্যার ঝুঁকি কম থাকে। একটি গবেষণায় দেখা গেছে, ছয় সপ্তাহ ধরে প্রতিদিন দুটি ডিম খাওয়ার ফলে এইচডিএলের মাত্রা ১০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। সাধারণত খারাপ কোলেস্টেরল হলো নিম্ন ঘনত্বের লিপোপ্রোটিন (এলডিএল)। ২ লাখ ৬৩ হাজার ৭৩৮ জনের ওপর করা ১৭টি গবেষণা রিপোর্টে দেখা গেছে যে ডিম খাওয়ার সঙ্গে হৃদ্রোগের ঝুঁকির কোনো সম্পর্ক নেই।

৪. ডিম ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিডের উৎকৃষ্ট উৎস

ওমেগা-৩ হলো একধরনের ভালো চর্বি। এটি হৃদ্যন্ত্র, মস্তিষ্ক ও চোখের সুস্থতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। মানবশরীর নিজ থেকেই সীমিত পরিমাণে ওমেগা-৩ উৎপাদন করে, তাই বিভিন্ন খাদ্য উৎসের মাধ্যমে এটি সক্রিয়ভাবে সেবন করা প্রয়োজন। ডিম হলো ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিডের প্রাকৃতিক ও ভোজ্য উৎস। তৈলাক্ত মাছ ওমেগা-৩এর অন্যতম সুপরিচিত উৎস, তবে যাঁরা মাছ খেতে পারেন না, তাঁদের জন্য ডিম এই স্বাস্থ্যকর ধরনের চর্বির উপকারী উৎস।

৫. মস্তিষ্কের বন্ধু কোলিনের উৎস ডিম

একটি ডিমে থাকে প্রায় ১০০ মিলিগ্রাম কোলিন। এটি মস্তিষ্কের কার্যকারিতা, স্মৃতি ও মনোযোগ বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। কোলিন শরীরের কোষের গঠন ঠিক রাখে এবং স্নায়ুতন্ত্রে বার্তা আদানপ্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অন্তঃসত্ত্বা নারী ও শিশুদের জন্য এটি বিশেষভাবে উপকারী।

৬. ডিম ভিটামিন 'ডি'র সহজ উৎস

যাঁরা সূর্যের আলো কম পান, তাঁদের জন্য ডিমের কুসুম হতে পারে ভিটামিন ডির চমৎকার উৎস। দুটি ডিমেই মেটে দৈনিক চাহিদার প্রায় ৮০ শতাংশ। এটি হাড় ও দাঁতের গঠন মজবুত রাখে, ক্যালসিয়াম শোষণ বাড়ায় এবং রোগ প্রতিরোধক্ষমতা উন্নত করে।

৭. ডিম ওজন নিয়ন্ত্রণে সহায়ক একটি খাবার

ডিমে ক্যালরি কম, কিন্তু আমিষ বেশি। ফলে এটি পেট ভরায় এবং দীর্ঘ সময় ক্ষুধা লাগে না। ৩০ জন অতিরিক্ত ওজনের নারীর ওপর করা এক গবেষণায় দেখা গেছে, সকালের নাশতায় ইস্টযুক্ত রোলের পরিবর্তে ডিম খেলে পেট ভর্তির অনুভূতি বাড়ায় এবং পরবর্তী ৩৬ ঘণ্টার জন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে ক্যালরি গ্রহণ কমে যায়। আট সপ্তাহ যাবৎ করা অন্য একটি গবেষণায় দেখা গেছে, ডিম সন্তোষজনকভাবে দিনের পর দিন ক্যালরি গ্রহণ কমাতে পারে। ফলস্বরূপ ওজন কমতে থাকে।

৮. বয়স বাড়লেও শক্তি ধরে রাখে ডিম

রান্না করা সহজ হওয়ায় বয়স্ক মানুষের জন্য ডিম একটি রক্ষাকবচ। এতে থাকা লিউসিন নামের অ্যামিনো অ্যাসিড পেশি শক্তি ধরে রাখে, আর ভিটামিন ডি ও ওমেগা-৩ শরীরের কর্মক্ষমতা বজায় রাখে। ডিমে থাকা কোলিন তাদের মস্তিষ্কও সক্রিয় রাখে।

৯. চোখের সুরক্ষায় ডিম

ডিমে রয়েছে ভিটামিন এ, ই, সেলেনিয়াম ও লুটিন নামের অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। এগুলো চোখকে ছানি ও বয়সজনিত দৃষ্টিশক্তি হ্রাসের ঝুঁকি থেকে রক্ষা করে। উদ্ভিজ্জ উৎসের তুলনায় ডিমের এসব উপাদান শরীর সহজে গ্রহণ করতে পারে। তাই চোখের যত্নে প্রতিদিনের ডিম অত্যন্ত উপকারী।

১০. মানসিক সুস্থতার সহায়ক

ডিমে থাকা ট্রিপটোফ্যান, ভিটামিন বি২, বি১২, আয়রন ও কোলিন মানসিক চাপ ও উদ্বেগ কমাতে সাহায্য করে। ট্রিপটোফ্যান থেকে উৎপন্ন সেরোটোনিন মন ভালো রাখে ও ঘুমের মান বাড়ায়। নিয়মিত ডিম খেলে মন থাকে প্রশান্ত ও চনমনে।

ডিম নিয়ে কিছু ভ্রান্ত ধারণা

ডিম নিয়ে সমাজে বিভিন্ন ভুল ধারণা রয়েছে, যা অনেককে নিয়মিত ডিম খাওয়া থেকে বিরত রাখে। ডিমের কুসুমের রং নিয়ে প্রচলিত ভুল ধারণা হলো, গাঢ় কুসুমের ডিম বেশি পুষ্টিকর। বাস্তবে কুসুমের রং নির্ভর করে মুরগির খাদ্যে থাকা রঞ্জকের ওপর, পুষ্টিগুণের ওপর নয়। একইভাবে সাদা বা বাদামি খোসার ডিমের পুষ্টিতে কোনো পার্থক্য নেই।

অনেকে মনে করেন, দেশি মুরগির ডিম বেশি পুষ্টিকর, কিন্তু বৈজ্ঞানিকভাবে দেশি ও ফার্মের মুরগির ডিমের পুষ্টির মৌলিক পার্থক্য নেই। সবচেয়ে বড় বিভ্রান্তি হলো নকল ডিম। বাস্তবে বাংলাদেশে কোনো নকল ডিম নেই। সংরক্ষণের জন্য ডিপ ফ্রিজে রাখা বা তাপমাত্রার পরিবর্তনের কারণে ডিমের সাদা অংশ আংশিকভাবে বেরিয়ে আসতে পারে। অনেক সময় এ অবস্থাকে ভুলভাবে নকল ডিম মনে করা হলেও এটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া।

যাঁরা গণভোট দেবেন তাঁরা গণভোট নিয়ে কতটা জানেন

ঢাকা ঃ দেশজুড়ে কয়েক দিন ধরে আলোচনার পারদ চড়ছে 'গণভোট' নিয়ে। পত্রপত্রিকায় গণভোট কবে হবে, রাজনৈতিক দলগুলো কে কীভাবে দেখছে, তা নিয়ে মেতে আছে। কিন্তু যাঁরা এই গণভোট দেবেন, সেই বাংলাদেশের মালিকেরা কি জানেন 'গণভোটের বিষয়বস্তু' কী?

বিষয়টি বোঝার জন্য মঙ্গলবার দেশে কয়েকজনের সঙ্গে কথা বললাম। জেলা শহরের বাইরে থাকা মফস্সলের একজন সাংবাদিক, একজন শিক্ষক, একজন ভ্যানচালক আর একজন কলেজশিক্ষার্থীকে প্রশ্ন করলাম, 'সরকারের ঐকমত্য কমিশন ভবিষ্যতে গণভোট আয়োজন করতে যাচ্ছে, এ বিষয়ে আপনারা কিছু জানেন?' উত্তরে স্থানীয় সাংবাদিক বললেন, 'জুলাই সনদকে সাংবিধানিক রূপ দেওয়ার জন্য এই ভোট।'

আমি তখন পাল্টা প্রশ্ন করলাম, 'জুলাই সনদে তো অনেক বিষয়বস্তু আছে, ঠিক কোন বিষয়গুলো আপনি জানেন, যার জন্য এই গণভোট?' এরপর তিনি বললেন, 'আমি ঠিক সেইভাবে ডিটেলস জানি না।'

স্কুলশিক্ষক বললেন, 'টেলিভিশনের খবরে দেখলাম, গণভোট হবে। কিন্তু কী বিষয়ের ওপর হবে, তা আমি এখনো জানি না।' ভ্যানচালকের কাছে একই প্রশ্ন তোলার পর তিনি পাল্টা প্রশ্ন করলেন, 'এটা আবার কিসের ভোট? আমরা তো জানি, সরকারকে আনতে হলে ভোট দিতে হবে ধানের শীষে, নয়তো নৌকায়। এবার তো নৌকা ভোট করতে পারবে না শুনছি। কিন্তু গণভোট কী জিনিস।'

স্থানীয় একটি কলেজে দ্বাদশ শ্রেণিতে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী একই প্রশ্নের উত্তরে বলল, 'ভাইয়া গণভোট হচ্ছে গত বছরের জুলাই-আগস্টে যাঁরা মারা গেছেন, তাঁদের সাংবিধানিকভাবে শহীদের স্বীকৃতি দেওয়া এবং যাঁরা আন্দোলনে জড়িত ছিলেন, তাঁদের আইনি সুরক্ষা দেওয়ার পক্ষে মতামত প্রদান করার জন্য সরকার গণভোট আয়োজন করতে যাচ্ছে।'

বিষয়গুলো জানার পর আমি সত্যি একধরনের অস্বস্তিতে পড়লাম। সরকারের ঐকমত্য কমিশন দীর্ঘদিন ধরে রাষ্ট্র মেরামতের সংস্কার কার্যক্রমের অংশগুলো রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে আলোচনা চালিয়ে আসছে, টেলিভিশনগুলোয় সরাসরি সম্প্রচারিত হচ্ছে, এরপরও মানুষ জানে না 'গণভোট' আসলে কিসের জন্য হচ্ছে, তাঁদের ভোট দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ঠিক কোন বিষয়ে পরবর্তী সরকার পরিবর্তন আনবে, তা নিয়ে স্পষ্ট ধারণা রাখছে না।

অথচ রাজনৈতিক দলগুলো এই গণভোট আয়োজনের পক্ষে, এরই মধ্যে 'হ্যাঁ' সূচক বার্তা দিয়েছে। কিন্তু যাঁদের জন্য জুলাই সনদ বাস্তবায়নের পক্ষে জনগণ 'হ্যাঁ' কিংবা 'না' ভোটের রায় দেবেন, তাঁদের ইলমে আনার দায়িত্ব কে নেবে?

দেশের ক্রান্তিকালে হ্যাঁ কিংবা না ভোটের মাধ্যমে জুলাই সনদের বিষয়গুলোকে সাংবিধানিক ভিত্তি দেওয়ার এই প্রচেষ্টা ইতিবাচক বা নেতিবাচক হবে, তা নিয়ে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের মধ্যে আলোচনা কিংবা সমালোচনা চলছে।

যাঁরা ঐকমত্য কমিশনে নিয়মিত যাচ্ছেন, কথা বলছেন, সেই সব মানুষ ব্যতীত তাঁদের রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীরা জুলাই সনদে মোটাদাগের কতটি বুলেট পয়েন্ট জানছেন, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা যেমন জরুরি, তেমনি জুলাই সনদের মধ্য দিয়ে সংবিধানকে ঋত করা কতটা যাবে, তা নিয়ে দেশের রাজনৈতিক সমাজের বাইরে থাকা স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে পরামর্শ না করে এমন সিদ্ধান্ত কতটা বাস্তবসম্মত হচ্ছে, তা নিয়ে অবশ্যই কথা উঠবে।

সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, দেশের অর্ধেক মালিক যেখানে নারী, সেই 'নারীর সত্তা'বিবর্জিত ঐকমত্য কমিশনে আলোচকদের বেঁধে দেওয়া জুলাই সনদে নারীদের মতামতকে উপেক্ষা করে 'সাংবিধানিক' ভিত্তি রচনা করার প্রয়াস আমাদের পুরুষতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে সামনে তুলে আনছে।

রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার জন্য 'আইন তৈরি' কখনোই গিনিপিগ হতে পারে না। এক সরকার ভালো লাগবে, আরেক সরকারকে ভালো লাগবে নাএমন বৈরিতায় রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য থেকে বারবার বিচ্যুতকরণ আমাদের জন্য সুখকর বার্তা দেয় না। আমরা চাই, ভবিষ্যতে আমাদের রাষ্ট্রের শক্তিশালী শাসনব্যবস্থা চালু হোক, যেখানে সব শ্রেণির মানুষের মতামতকে শ্রদ্ধা জানানো হবে, গণতান্ত্রিক পদযাত্রায় কারও ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার সুযোগ পাবে না। দেশের দীর্ঘ সময় ক্ষমতায় থাকা দুই নারী প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে সংসদে আলোচনায় আইনকানুন সংযোজনবিয়োজন হওয়ার সুযোগ অতীতে আমরা দেখলেও অন্তর্বর্তী সরকারের ঐকমত্য কমিশন কিংবা রাজনৈতিক দলগুলোর ভেতর থেকে কোনো নারী প্রতিনিধি না রাখার বিষয়টি আপনি উপেক্ষা করতে পারেন না।

সরকারের ঐকমত্য কমিশনের সদস্যেদের মধ্যে নারী প্রতিনিধি না থাকলে প্রতিটি রাজনৈতিক দলের ভেতর থাকা নারী নেতৃত্বের মধ্যে থেকে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ থাকার পর আমরা তাঁদের মূল্যায়ন করতে পারিনি। ফলে পুরুষদের দ্বারা পরিচালিত জুলাই সনদে নারীদের মতামতের অনুপস্থিতি কখনোই গণতান্ত্রিক মতৈক্যের সন্নিবেশ ঘটে না।

হ্যাঁ এ কথা সত্য, দেশ রাজনীতিবিদেরাই শাসন করে আসছেন। কিন্তু তাঁদের বাইরে থাকা সমাজের স্টেকহোল্ডার মতামতকে কতটা গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, তা নিয়ে কথাবার্তা শোনা যায়।

শুধু সমতলের মানুষ নয়, জুলাই সনদের বিষয়বস্তু নিয়ে পাহাড়ি জনপদের মানুষদের ভেতর কী ধরনের প্রতিক্রিয়া আছে, তা জানার ও বোঝার সুযোগ আমাদের থাকতেই হবে। বিশেষ করে, গণভোটকেন্দ্রিক সিদ্ধান্তগুলো কী হচ্ছে, সে বিষয়ে রাষ্ট্রের মালিকদের সুস্পষ্ট ধারণা থাকা যেমন প্রয়োজন, তেমনি গণভোটের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোকপাত করা জরুরি। এই কাজ যেমন সরকার করতে পারে, তেমনি রাজনৈতিক দলগুলো প্রচার-প্রচারণা চালিয়ে জনমত গঠন করতে পারে। কেবল চাপিয়ে দেওয়া একটি প্রশ্ন 'জুলাই সনদের পক্ষে' হ্যাঁ কিংবা না সূচক প্রশ্ন তুলে বাধ্যবাধকতা তৈরি করা নাগরিকের প্রকৃত মতামতকে অবমূল্যায়নের শামিল।

আবার দেশের মোট ভোটারের কত শতাংশ ভোট পড়লে এই গণভোটের রায় বৈধ হবে, তা নিয়ে আমাদের ভাবতে হবে। ধরুন, ১০০ জন ভোটারের মধ্যে ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত হয়েছেন ৩০ জন, যাঁদের মধ্যে ২৮ জনই গণভোটে 'হ্যাঁ' সূচকে রায় দিয়ে জুলাই সনদকে ভিত্তি দিয়েছে বলে প্রচারিত হলে প্রকৃতপক্ষে অন্যদের গণভোটে টানতে না পারার ব্যর্থতা এই সরকারকে যেমন নিতে হবে, তেমনি রাজনীতিবিদদেরও নিতে হবে।

১৯৭৭ সালের ৩১ মে নিউইয়র্ক টাইমসের ষষ্ঠ পাতায় বাংলাদেশের একটি গণভোটের শিরোনাম করেছিল 'মার্শাল রুল ইন বাংলাদেশ অ্যাপ্রুভড ইন রেফেরেন্ডাম', যেখানে তারা প্রশ্ন তুলেছিল, রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের শাসনব্যবস্থার পক্ষে আস্থা ভোটে এক-তৃতীয়াংশ ভোটে তিনি জয়ী হয়েছিলেন, কিন্তু কতজন ভোট প্রদান করেছিলেন? যাঁরা ভোটে যাননি, তাঁরা তাঁদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করেছেন। সুতরাং ভবিষ্যতে যদি ৯০ শতাংশ ভোটে জুলাই সনদ জয়যুক্ত হয়েছে এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়, তাহলে কতজন ভোট দিয়েছেন, তা নিয়ে প্রশ্ন থাকবে।

জুলাই সনদের বিষয়বস্তু সম্পর্কে স্পষ্ট জ্ঞান বিতরণের দায়িত্ব যেমন গণমাধ্যমগুলোর রয়েছে, তেমনি সরকারের উচিত হবে 'গণভোটের' উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বিষয়ে সমাজের সব শ্রেণি মানুষের মধ্যে তথ্য শেয়ার করা। আমাদের মনে রাখতে হবে, এই দেশের নিরক্ষর মানুষের সংখ্যা নেহাত কম নয়, যাঁরা পড়াশোনা জানেন না, তাঁদের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দিতে হবে।

আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থায় পিআর পদ্ধতিতে উচ্চকক্ষ গঠন, প্রধানমন্ত্রীর একাধিক পদে না থাকা, রাষ্ট্রপতিকে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর নিয়োগের ক্ষমতা দেওয়া, প্রধানমন্ত্রীর নিয়ন্ত্রণমুক্ত কমিটির মাধ্যমে দুর্নীতি দমন কমিশন নিয়োগব্যবস্থা কেন প্রয়োজন, এর ইতিবাচক ও নেতিবাচক বিষয়গুলো নিয়ে খোলামেলা আলোচনা প্রয়োজন। কেবল একটি দল দাবি করেছে কিংবা আরেকটি দল বিরোধিতা করেছেএমন পটভূমিতে উঠে আসা বিষয়বস্তুর জন্য 'গণভোটের' প্রয়োজনীয়তা রাষ্ট্রের মালিকদের কাছে জবাবদিহি থাকতে হবে।

অন্যদিকে নির্বাহী আদেশে নির্বাচন থেকে দূরে সরে যাওয়া রাজনৈতিক দলের অনুপস্থিতিতে জুলাই সনদ বাস্তবায়ন ও পরবর্তী পটভূমিতে সেটি সচল কিংবা বাতিলের দাবিকে কীভাবে দেখা হবে, তা নিয়ে আলোচনা থাকা জরুরি। কোটি কোটি টাকা খরচ করে ব্যালট পেপার ছাপানো, ভোট গ্রহণের পর কেউ ক্ষমতায় আরোহণ করে এই সনদকে অবমূল্যায়ন করার ফাঁকফোকর পাবে কি না, তা নিয়ে সুস্পষ্ট ধারণা দিতে হবে।

মানসিক স্বাস্থ্য ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঃ প্রভাব গভীর হলেও উপেক্ষিত কেন

ঢাকা ঃ বাংলাদেশে বন্যা-খরা-ঝড়-জলোচ্ছ্বাস-তাপদাহের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ একটা যেতে না যেতেই আরেকটা আসে। প্রতিটি দুর্যোগ মানুষের জীবন, ঘরবাড়ি, ফসল, পশুসম্পদ ও জীবিকা কেড়ে নেয়। ভুক্তভোগী মানুষ একের পর এক শারীরিক এবং আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি সামলাতেই হিমশিম খায়। সীমিত সক্ষমতা নিয়ে রাষ্ট্র সেই ক্ষয়ক্ষতির পাশে খুব সামান্যই দাঁড়াতে পারে। আর সেখানে ভুক্তভোগী মানুষদের মানসিক স্বাস্থ্য নিশ্চিত করা দূর পরিকল্পনার নিচে চাপা পড়ে থাকে।

এমন পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের মানুষের কাছে প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি খানিকটা 'অভ্যস্ত হয়ে গেছি' বা 'অত চিন্তা করতে গেলে পেট চলে?' ধরনের। কিন্তু চিন্তা করবে না বললেই কি মাথা থেকে অনিশ্চয়তাগুলো ঝেড়ে ফেলা যায়? ধারকর্জ করে করা পাকা ধান, ঘেরের মাছ, হাঁস, মুরগি, গরু, ছাগল ভেসে যাওয়ার পর যারা বেঁচে থাকল, তারা সারা বছর খাবে কী? কীভাবে সংসার চালাবে, চিকিৎসা করবে, সন্তানদের স্কুলে পাঠাবে, পরের বছর বীজ-সার-পানি কিনবে? ঋণের গভীরে ডুবে যেতে যেতে নানান দুশ্চিন্তায় সংসারে বেঁচে থাকাটাই দুর্যোগকবলিত মানুষের জন্য বরং একটা অভিশাপ হয়ে ওঠে।

বাংলাদেশ গত কয়েক দশকে দুর্যোগ মোকাবিলায় আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত হয়েছে। সময়োপযোগী পূর্বপ্রস্তুতির কারণে মৃত্যুহার কমানো সম্ভব হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, ফসল বা জীবিকার ক্ষতি কতটা রোধ করা গেছে? সামান্য ত্রাণ, ভর্তুকি আর কাঠামোগত সহায়তা দিয়ে খাতা-কলমে দায় শোধ হয়, কিন্তু ভুক্তভোগীর দুর্যোগ-পরবর্তী মানসিক ব্যাধি, উদ্বেগ ও অনিশ্চয়তা তাতে কতটুকুই প্রশমিত হয়? পরিবেশগত দুর্যোগকবলিত মানুষদের মানসিক স্বাস্থ্য, পুনরায় উঠে দাঁড়ানোর মতো, ফসল ফলানোর মতো আত্মবিশ্বাসের দিকে নজর দেওয়ার কথা দেশের, পঞ্চবার্ষিক বা জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন পরিকল্পনাগুলোর কোথাও আছে?

প্রতিবছর ১০ অক্টোবর পালিত হয় ওয়ার্ল্ড মেন্টাল হেলথ ডে বা বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস। দ্য ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অব মেন্টাল হেলথের শুরু করা এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সমর্থনে পালিত দিনটির ২০২৫ সালের প্রতিপাদ্য 'সেবা প্রাপ্তির সুযোগ, দুর্যোগ ও জরুরি পরিস্থিতিতে মানসিক স্বাস্থ্য'। প্রতিপাদ্যটি বাংলাদেশের জন্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। দেশটিতে ক্রমবর্ধমান বন্যা-খরা-ঝড়-জলোচ্ছ্বাস-তাপদাহের মতো নানান দুর্যোগ শুধু মানুষের জীবন-জীবিকাই নয়, তাদের মানসিক সুস্থতাকেও গভীরভাবে প্রভাবিত করছে। আমরা সম্প্রতি জলবায়ু পরিবর্তন এবং পরিবেশগত দুর্যোগের কারণে মানুষ যেসব মানসিক রোগে আক্রান্ত হয়, সেগুলোর চিকিৎসা প্রক্রিয়া বা মেন্টাল হেলথ ইন্টারভেনশনের ওপর একটি আন্তর্জাতিক পর্যালোচনা সম্পন্ন করেছি। তাতে দেখা যায়, কার্যকর মানসিক চিকিৎসা প্রক্রিয়া নিয়ে অনেক গবেষণা হলেও সেগুলোর অধিকাংশই উচ্চ আয়ের দেশে পরিচালিত। বাংলাদেশের মতো নিম্ন আয়ের দেশগুলোতে মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে গবেষণা হয় না বললেই চলে। এর মানে হলো, দুর্যোগপীড়িত মানুষের মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে দেশটির নিজস্ব পটভূমিতে গবেষণা, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন কার্যত অনুপস্থিত। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা তাদের মানসিক স্বাস্থ্য ও সামাজিক সহায়তা পিরামিডের মাধ্যমে দেখিয়েছে যে কার্যকর মানসিক স্বাস্থ্যসেবা ব্যক্তি পর্যায় থেকে শুরু করে পরিবার, সম্প্রদায় এবং স্বাস্থ্যবিশেষজ্ঞ পর্যন্ত বহুমাত্রিক এবং সমন্বিত হতে হবে। কিন্তু আমাদের পর্যালোচনায় দেখা গেছে, অধিকাংশ উদ্যোগ ব্যক্তি-স্তরের সেবা ও বিশেষজ্ঞনির্ভর চিকিৎসায় সীমাবদ্ধ। পরিবার, সম্প্রদায় বা প্রাথমিক সেবার মাধ্যমে মানসিক স্বাস্থ্যসহায়তা দেওয়ার উদাহরণ খুবই কম। অথচ বাস্তবে দুর্যোগের অভিঘাত মোকাবিলায় পরিবার ও সম্প্রদায়ই প্রথম আশ্রয়স্থল। বাংলাদেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থা স্বাভাবিক সময়েই সীমাবদ্ধতার মুখে থাকে। চিকিৎসকের ঘাটতি, অবকাঠামোর অভাব এবং বাজেটসংকটে মানুষ প্রাথমিক শারীরিক স্বাস্থ্যসেবাই সঠিকভাবে পায় না। সেখানে দুর্যোগকালীন মানসিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা আরও কঠিন। অথচ প্রয়োজন হলো সমন্বিত ও বহুস্তরবিশিষ্ট পদক্ষেপ, যেখানে হাসপাতালকেন্দ্রিক বিশেষজ্ঞ সেবার পাশাপাশি থাকবে পাড়া-মহল্লাভিত্তিক কাউন্সেলিং, পরিবারকেন্দ্রিক সচেতনতা বৃদ্ধি, স্কুল পর্যায়ে মানসিক স্বাস্থ্যশিক্ষা এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে মানসিক স্বাস্থ্যসহায়তা। বাংলাদেশে মানসিক ব্যাধিকে এখনো উপেক্ষা, কলঙ্ক, আর অবহেলার চোখে দেখা হয়। দুর্যোগ-পরবর্তী পরিস্থিতিতে মানসিক স্বাস্থ্যসেবার প্রয়োজনকে নীতি ও পরিকল্পনায় গুরুত্ব দেওয়া হয় না। অথচ গবেষণা বলছে, অদৃশ্য এই ক্ষত দীর্ঘস্থায়ী ও প্রজন্মান্তরে ছড়িয়ে পড়ে। একদিকে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগ মানুষের দারিদ্র্য বাড়াচ্ছে, অন্যদিকে তা মানসিক স্বাস্থ্যঝুঁকি বহু গুণ বাড়িয়ে দিচ্ছে। এই পটভূমিতে এবারের বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবসে বাংলাদেশের জন্য আহ্বান হয়ে আসুক, দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের মানসিক স্বাস্থ্যসেবার অধিকার নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি। প্রয়োজন সরকারি পরিকল্পনা ও বাজেটে মানসিক স্বাস্থ্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া, বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ বাড়ানো এবং স্থানীয় পটভূমিতে উপযুক্ত চিকিৎসাপদ্ধতি তৈরি ও প্রয়োগ করা। পরিবেশগত দুর্যোগের অভিঘাত থেকে শারীরিক ক্ষয়ক্ষতি চোখে দেখা যায়, কিন্তু মানসিক ক্ষত থাকে অদৃশ্য। তাহলে কি এই ক্ষতই দেশটির অভিযোজন সক্ষমতা, সামাজিক বন্ধন ও জাতীয় উন্নয়নের পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে? বাংলাদেশ যদি টেকসই উন্নয়ন অর্জন করতে চায়, তবে তাকে অবশ্যই পরিবেশগত দুর্যোগ ও মানসিক স্বাস্থ্যকে সমান গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে।

আজকের দিনটি

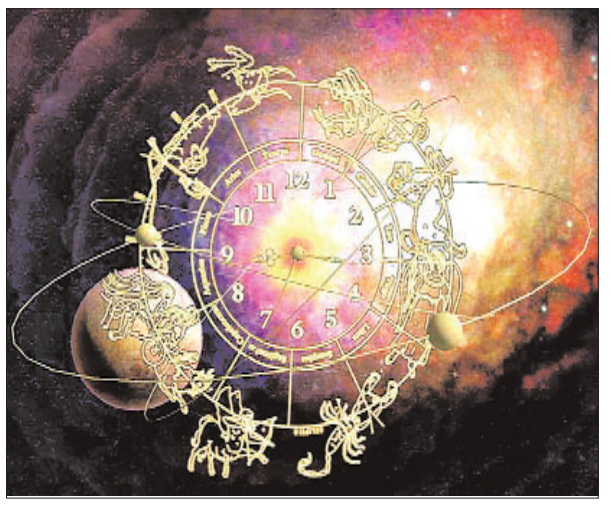

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

শান্তিতে নোবেলের জন্য ট্রাম্পের নাম সুপারিশ করেছিলেন নেতানিয়াহু, অতীতে যে ছয় নোবেলজয়ীকে নিয়ে ছিল বিতর্ক

ইসরায়েল ঃ শান্তিতে নোবেল পুরস্কারের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নাম সুপারিশ করেছিলেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। জনশ্রুতি আছে, ট্রাম্পেরও দীর্ঘদিনের ইচ্ছে শান্তিতে নোবেল পাওয়া।

সম্প্রতি এক বৈঠকে নোবেল পুরস্কার কমিটিকে পাঠানো চিঠির একটি কপি ট্রাম্পকে উপহার দেওয়ার সময় নেতানিয়াহু বলেন, তিনি (প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প) একের পর এক দেশে, একের পর এক অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠা করছেন।

শুধু ইসরায়েলই না, পাকিস্তানও গত জুনে ট্রাম্পকে শান্তিতে নোবলে দেওয়ার জন্য সুপারিশের কথা জানায়। কারণ হিসেবে দেশটি জানায়, এর আগে মে মাসে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধবিরতি আলোচনায় সহায়তা করেছিলেন ট্রাম্প।

অবশ্য তার পরপরই ইরানের পারমাণবিক স্থাপনায় যুক্তরাষ্ট্রের বোমা হামলা চালানোর বিষয়টি নিয়ে সমালোচনা হয়।

বিশ্বের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কারগুলোর একটি হিসেবে বিবেচিত নোবেল শান্তি পুরস্কার। প্রয়াত সুইডিশ বিজ্ঞানী, ব্যবসায়ী এবং সমাজসেবী আলফ্রেড নোবেলের নামে প্রণয়ন করা ছয়টি পুরস্কারের মধ্যে এটি একটি।

নরওয়েজিয়ান পার্লামেন্টের নির্বাচিত পাঁচ জনের একটি কমিটি প্রতি বছর ছয়টি ক্যাটাগরিতে নোবেল বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করেন।

ট্রাম্প জয়ী হলে অনেকেই তাকে বিতর্কিত বিজয়ী হিসেবে বিবেচনা করতে পারেন। তবে অতীতেও বহুবার এই পুরস্কার বিতর্কের মুখে পড়েছে।

বিশেষ করে এর রাজনৈতিক প্রকৃতির কারণে অন্য পাঁচটি ক্ষেত্রের তুলনায় শান্তি পুরস্কার অনেক বেশি বিতর্কের মুখে পড়েছে।

বারাক ওবামা

২০০৯ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা যখন শান্তি পুরস্কার পান, তখন অন্যরা তো বটেই – অবাক হয়েছিলেন ওবামা নিজেও।

নিজের স্মৃতিকথায় তিনি লিখেছেন, নোবেল পাওয়ার কথা শুনে সবার প্রথমে তার মনে প্রশ্ন জেগেছে কীসের জন্য?

প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেওয়ার মাত্র ৯ মাসের মাথায় তিনি এই পুরস্কার পান। আরও মজার বিষয় হলো, ওবামার দায়িত্ব নেওয়ার ঠিক ১২তম দিন ছিল পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষদিন।

ওবামার দুই মেয়াদে মার্কিন বাহিনী আফগানিস্তান, ইরাক ও সিরিয়ায় সঙ্গে যুদ্ধরত ছিল। পরবর্তী সময়ে কমিটি এই সিদ্ধান্ত নিয়ে অনুশোচনা করেছে বলে জানান নোবেল ইনস্টিটিউটের সাবেক পরিচালক গেইর লুন্ডেস্টাড। ২০১৫ সালে বিবিসিকে একথা জানান তিনি।

ইয়াসির আরাফাত

১৯৯৪ সালে ফিলিস্তিনি নেতা ইয়াসির আরাফাত, ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী আইজ্যাক রবিন এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী শিমন পেরেসকে যে।থভাবে নোবেল শান্তি পুরস্কার দেওয়া হয়।

তারা অসলো শান্তি চুক্তি নিয়ে কাজ করেছিলেন। আশা করা হয়েছিল এটি ইসরায়েল–ফিলিস্তিন সংঘাতের সমাধান করবে।

তবে ইয়াসির আরাফাতের অতীতের সশস্ত্র ভূমিকা নিয়ে ইসরায়েল ছাড়াও বিভিন্ন জায়গা থেকে ব্যাপক সমালোচনা হয়। এমনকি নোবেল কমিটির মধ্যেও এ নিয়ে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। এর প্রতিবাদে নোবেল কমিটির সদস্য নরওয়েজিয়ান রাজনীতিবিদ কারে ক্রিস্টিয়ানসেন পদত্যাগ করেন।

হেনরি কিসিঞ্জার

১৯৭৩ সালে তৎকালীন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পান।

তবে কম্বোডিয়ায় গোপন বোমা হামলা ও দক্ষিণ আমেরিকার স্বৈরশাসকদের সমর্থনের মতো ঘটনায় যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতি আর তাতে সরাসরি জড়িত থাকার কারণে তার নোবেল পাওয়ার বিষয়টি বিতর্কের মুখে পড়ে।

ভিয়েতনামে যুদ্ধবিরতি নিয়ে আলোচনা এগিয়ে নেওয়ার জন্য হেনরি কিসিঞ্জার ও উত্তর ভিয়েতনামের নেতা লে ডাক থো যৌথভাবে শান্তি পুরস্কারে ভূষিত হন।

এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে নোবেল কমিটির দুই সদস্য পদত্যাগ করেন। আর এই খবরের প্রতিক্রিয়ায় পুরস্কারটিকে ব্যঙ্গ করে নোবেল ওয়ার প্রাইজ বলে স্যাটায়ার করেছিল নিউ ইয়র্ক টাইমস।

অং সান সু চি

মিয়ানমারের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে অহিংস আন্দোলনের জন্য ১৯৯১ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কার পান দেশটির রাজনীতিবিদ অং সান সু চি।

তবে ২০ বছর পর সু চি ক্ষমতায় এলে রোহিঙ্গা মুসলিম জনগোষ্ঠীর ওপর চলমান গণহত্যা ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে নীরব থাকার অভিযোগে সমালোচনার মুখে পড়েন তিনি। অনেকে তার পুরস্কার বাতিলের দাবিও জানায়। যদিও নোবেল পুরস্কারের নিয়ম অনুযায়ী তা সম্ভব নয়।

আবি আহমেদ

প্রতিবেশী দেশ ইরিত্রিয়ার সঙ্গে সীমান্ত বিরোধ মেটানোর জন্য ২০১৯ সালে শান্তিতে নোবেল পান ইথিওপিয়ার প্রধানমন্ত্রী আবি আহমেদ।

কিন্তু এর এক বছরের মধ্যেই টাইগ্রে অঞ্চলে সেনা মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নেন তিনি, যা পরবর্তী সময়ে গৃহযুদ্ধে রূপ নেয়।

এতে বহু মানুষ প্রাণ হারান। লাখ লাখ মানুষ খাদ্য, ওষুধ ও অন্যান্য সেবা থেকে বঞ্চিত হন। স্বাভাবিকভাবেই আবি'র নোবেল পাওয়া নিয়ে দেখা দেয় বিতর্ক।

ওয়াঙ্গারি মাথাই

প্রথম কোনো আফ্রিকান নারী হিসেবে ২০০৪ সালে শান্তিতে নোবেল পান কেনিয়ার পরিবেশবাদী আন্দোলন কর্মী ও জীববিজ্ঞানী ওয়াঙ্গারি মাথাই।

গ্রীন বেল্ট আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য এই জীববিজ্ঞানী পুরস্কারটি পান। দেশটিতে লক্ষ লক্ষ গাছ লাগানোর কৃতিত্ব এই আন্দোলনের।

তবে পরবর্তী সময়ে এইচআইভি–এইডসকে জৈব অস্ত্র বলে করা তার একটি মন্তব্য বিতর্ক সৃষ্টি করে।

মাথাই বলেছিলেন, কৃষ্ণাঙ্গদের ধ্বংস করতে এইচআইভি ভাইরাসকে কৃত্রিমভাবে তৈরি করা হয়েছে।

তবে তার এই দাবির কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই।

বাদ পড়া উল্লেখযোগ্য নাম ঃ মহাত্মা গান্ধী

তালিকা থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি বাদ পড়ার জন্যেও বিখ্যাত নোবেল পুরস্কার।

শান্তি ক্যাটাগরিতে, সম্ভবত সবচেয়ে লক্ষণীয়ভাবে অনুপস্থিত মহাত্মা গান্ধী।

বিংশ শতাব্দীতে অহিংস আন্দোলনের প্রতীক হয়ে ওঠা এই ভারতীয় রাজনীতিবিদ পাঁচবার মনোনয়ন পেলেও কখনও নোবেল পুরস্কার পাননি।

২০০৬ সালে শান্তি পুরস্কার বিজয়ী নির্বাচনকারী কমিটির প্রধান হিসেবে নিযুক্ত নরওয়েজিয়ান ইতিহাসবিদ গেয়ার লুন্ডেস্টাড বলেন, গান্ধীর অর্জনের স্বীকৃতি না দেওয়াটাই নোবেল ইতিহাসের সবচেয়ে বড় অপূর্ণতা।

সম্পাদকীয়

স্টারমারের ভারত সফরে বাণিজ্য, প্রতিরক্ষায় অংশীদারিত্ব নিয়ে আলোচনা

দ্বিপাক্ষিক অংশীদারিত্বকে আরো মজবুত করার লক্ষ্যে যৌথ সফরে আগ্রহী ভারত ও যুক্তরাজ্য। এমনটাই জানিয়েছেন দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী। দুই দেশই তাদের সম্পর্ককে 'গুরুত্ব' দিয়ে গত জুলাই মাসে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকার পর অবশেষে স্বাক্ষরিত এই চুক্তিকে 'ঐতিহাসিক' বলে আখ্যা দিয়েছিলেন দুই দেশেরই প্রধানমন্ত্রী। সেই অংশীদারিত্বকেই আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে যুক্তরাজ্য এবং ভারত দুই দেশই যে সচেষ্ট, তার প্রমাণ মিলেছে স্যার কিয়ের স্টারমারের দু'দিনের ভারত সফরে। শতাধিক সদস্যের প্রতিনিধিদলকে সঙ্গে নিয়ে বুধবার মুম্বাইয়ে এসে পৌঁছান যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী মি. স্টারমার। সেই প্রতিনিধিদলে বাণিজ্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতি জগতের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা রয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে বৈঠকের পাশাপাশি গত দুই দিনে একাধিক বৈঠক করেছেন প্রধানমন্ত্রী মি. স্টারমার। 'ইন্ডিয়া-ইউকে সিইও ফোরাম'-এর বৈঠক এবং গ্লোবাল ফিনটেক সামিট'- হচ্ছে, তাতেও অংশ নিয়েছেন। ভারতের শীর্ষ স্থানীয় বাণিজ্য নেতাদের সঙ্গে প্রতিনিধি দলের আলোচনা হয়েছে। যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর কিয়ের স্টারমারের ভারতে এটাই প্রথম সফর। সফরের শেষদিনে ভারত ও যুক্তরাজ্যের মধ্যে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে, যার মধ্যে অন্যতম হলো যুক্তরাজ্যের সঙ্গে ৩৫০ মিলিয়ন পাউন্ডের ক্ষেপণাস্ত্র চুক্তি। এর আওতায় ভারতীয় সেনাবাহিনীকে যুক্তরাজ্যের তৈরি হাল্কা ওজনের

ক্ষেপণাস্ত্র সরবরাহ করা হবে। যুক্তরাজ্যের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ক্ষেপণাস্ত্র সরবরাহের ফলে ইংল্যান্ড, ওয়েলস এবং স্কটল্যান্ড, উত্তর আয়ারল্যান্ডে সরাসরি ৭০০রও বেশি কর্মসংস্থান তৈরি হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই ক্ষেপণাস্ত্রগুলো ইউক্রেনের জন্য বেলফাস্টে তৈরি অস্ত্রের সমকক্ষ বলে যুক্তরাজ্যের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের তরফে জানানো হয়েছে। ভারতের সঙ্গে অংশীদারিত্বের বিষয়ে আশাবাদী যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী স্টারমার। তিনি বলেছেন, আমরা ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে একটা নতুন ও আধুনিক অংশীদারিত্ব তৈরি করছি। আমরা সুযোগগুলোকে কাজে লাগাচ্ছি এবং (সেই কাজ) একসঙ্গেই করছি। সেই কারণে আমরা জুলাই মাসে কম্প্রিহেন্সিভ ইকনমিক অ্যান্ড ট্রেড এগ্রিমেন্ট স্বাক্ষর করেছি। এ এক যুগান্তকারী মুহূর্ত – তৈরির বছর, শুল্ক হ্রাস, একে অপরের বাজারে প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি, প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা, জনগণের জন্য কর্মসংস্থান তৈরির মতো কাজ হয়েছে। যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রীর মতে, দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ভিতকে আরো মজবুত করেছে। এই আত্মবিশ্বাস তৈরি হয়েছে যে ভারত ও যুক্তরাজ্য একত্রে তাদের দেশের উন্নতির জন্য একসঙ্গে পথ চলতে পারে। ভারত সফরের সময়, তিনি তারই প্রতিফলন দেখেছেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী ও প্রধানমন্ত্রী স্টারমারের মধ্যে বাণিজ্য ছাড়াও বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সে প্রসঙ্গে নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, আমাদের আলোচনায় অন্যান্য বিষয় উল্লেখযোগ্যভাবে স্থান পেয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে প্রযুক্তি, প্রতিরক্ষা, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, টেকসই উন্নয়ন, পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি এবং আরও অনেক কিছু। দুই দেশের সম্পর্কের বিষয়ে আশাবাদী মি. মোদী। তিনি বলেছেন, ভারত-যুক্তরাজ্য অংশীদারিত্ব বিশ্বব্যাপী স্থিতিশীলতা, অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হয়ে উঠছে। ভারত-যুক্তরাজ্য সম্পর্কে নতুন শক্তির সঞ্চার হয়েছে। প্রসঙ্গত, ভারত সফরের সময় মি. স্টারমার জানিয়েছিলেন, ভারতীয় কর্মী ও পড়ুয়াদের জন্য ভিসা নীতিতে কোনোরকম শিথিলতা দেওয়া হবে না। এই মন্তব্যের প্রভাব দুই দেশের সম্পর্কে পরবে কি না- তা নিয়ে বিস্তর আলোচনা শুরু হয়েছিল। তবে দুই দিনের সফরে ভারতে যুক্তরাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস চালু থেকে শুরু করে সে দেশে বলিউড ছবির শ্যুটিংসহ একগুচ্ছ ঘোষণার পর অবশ্য সেই 'আশঙ্কা' দূর হয়েছে। মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরের কয়েক মাসের মধ্যে যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রীর এই সফরকে ইতিবাচক বলেই আখ্যা দিয়েছেন নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেছেন , অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য চুক্তি দুই দেশের মধ্যে আমদানি খরচ কমাবে, তরুণদের জন্য নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করবে, বাণিজ্য বৃদ্ধি করবে, আমাদের ব্যবসায়ী ও ভোক্তাদেরও উপকার হবে। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরের মাত্র কয়েক মাস পরেই যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী স্টারমারের এই ভারত সফর। তার সঙ্গে সর্ববৃহৎ ব্যবসায়িক প্রতিনিধিদল নিয়ে এসেছেন, যা ভারত-যুক্তরাজ্য অংশীদারিত্বের নতুন প্রাণশক্তির প্রতীক। অন্যদিকে, প্রধানমন্ত্রী স্টারমার জানিয়েছেন, দুই দেশের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকার পর স্বাক্ষর হওয়া এই মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি এক নতুন সূচনা মাত্র। এই প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি উল্লেখ করেছেন, অনেকেই অনুমান করেছিলেন এই চুক্তি শেষপর্যন্ত বাস্তবায়িত হবে না। তাদের অনুমানকে ভুল প্রমাণ করে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে এবং পারস্পরিক সহযোগিতাকে আরো একধাপ এগিয়ে নিয়ে যেতে সচেষ্ট দুই দেশ। সফরের দ্বিতীয় ও শেষদিনে দুই প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে ভারত ও যুক্তরাজ্যের প্রতিনিধিদের মধ্যে বৈঠক হয়েছে। সেখানে একাধিক বিষয়ে আলোচনা হয়। সেই তালিকায় রয়েছে, নির্মাণ, অবকাঠামো এবং নবায়নযোগ্য শক্তি, উন্নত উৎপাদন, প্রতিরক্ষা, শিক্ষা, খেলাধুলা, সংস্কৃতি, আর্থিক ও পেশাদার ব্যবসায়িক পরিষেবা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবন, ভোগ্যপণ্য এবং খাদ্যের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে দুই দেশের বিনিযয়োগে। দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যকে ২০৩০ সালের মধ্যে দ্বিগুণ করার বিষয়েও জোর দেওয়া হয়েছে। মি. মোদী বলেছেন, আজ আমাদের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য প্রায় ৫৬ বিলিয়ন ডলার। আমরা ২০৩০ সালের মধ্যে তা দ্বিগুণ করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছি। আমি আত্মবিশ্বাসী যে, আমরা সময়ের আগেই এই লক্ষ্য অর্জন করতে পারব। দুই দেশের সহযোগিতায় সংযোগ ও উদ্ভাবন কেন্দ্র স্থাপন, 'ইন্ডিয়া-ইউকে জয়েন্ট সেন্টার ফর এআই', 'ইন্ডিয়া-ইউকে মিনারলস সাপ্লাই চেন অবজারভেটরি' স্থাপনকে সাধুবাদ জানিয়েছেন দুই প্রধানমন্ত্রীই। দুই দেশের মধ্যে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে সহযোগিতার বিষয়েও আলোচনা হয়েছে। প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে সহযোগিতার প্রসঙ্গে এমন এক ব্যবস্থার কথা ভাবা হচ্ছে, যার আওতায় ভারতীয় বিমান বাহিনীর যোগ্য ফ্লাইং প্রশিক্ষকদের যুক্তরাজ্যের রয়্যাল এয়ার ফোর্সের প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষা সম্পর্ককে সহজতর এবং শক্তিশালী করে তুলতে চুক্তিও স্বাক্ষর হয়েছে। ভারতীয় নৌবাহিনীর প্ল্যাটফর্মগুলোর জন্য সামুদ্রিক বৈদ্যুতিক চালনা ব্যবস্থা উন্নয়নে সহযোগিতার বিষয়ে ভারত-যুক্তরাজ্য আন্তঃসরকারি চুক্তি চূড়ান্ত করার বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। লাইটওয়েট মাল্টিরোল মিসাইল (এলএমএম) সিস্টেমের প্রাথমিক সরবরাহের জন্য ৩৫০ মিলিয়ন পাউন্ডের ঘোষণা করা হয়েছে। এছাড়া যৌথ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য কমিটি পুনর্গঠনের জন্য টার্মস অফ রেফারেন্স স্বাক্ষর হয়েছে, যা একটা বড় পদক্ষেপ বলেই মনে করা হচ্ছে। ভারত সফরে আসা যুক্তরাজ্যের ডিফেন্স সেক্রেটরি জন হেলি বলেছেন, আমি আশাবাদী যে এটা আমাদের দুই দেশের প্রতিরক্ষা শিল্পের মধ্যে গভীর সম্পর্কের পথ প্রশস্ত করবে, বিশেষত নৌ জাহাজের জন্য বৈদ্যুতিক ইঞ্জিন এবং বিমান প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে। দুই দেশের প্রধানমন্ত্রীর দ্বিপাক্ষিক আলোচনার পর জারি করা যৌথ বিবৃতিতে পহেলগাম হামলা এবং সন্ত্রাসবাদের বিষয়েও উল্লেখ করা হয়েছে।

গাজায় যুদ্ধবিরতি নিয়ে ট্রাম্পের পরিকল্পনায় ইসরায়েলের অনুমোদন, তবে হামলা কি চলছে?

রুবি রায়
সাংবাদিক

গাজায় যুদ্ধবিরতি এবং জিম্মিদের মুক্তি দেওয়ার বিষয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পরিকল্পনায় অনুমোদন দিয়েছেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। তার কার্যালয় থেকে প্রকাশিত বিবৃতিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

যুদ্ধবিরতি সংক্রান্ত এই পরিকল্পনাকে একটি 'গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি' বলে অভিহিত করে তিনি এবং ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

পাশাপাশি, মার্কিন প্রেসিডেন্টের মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক দূত স্টিভ উইটকফ এবং মি. ট্রাম্পের জামাতা জ্যারেড কুশনারকেও ধন্যবাদ জানিয়েছেন। এরা দু'জনেই প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর সঙ্গে ইসরায়েলি মন্ত্রিসভার বিশেষ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

যুদ্ধবিরতি এবং হামাসের কাছে থাকা জিম্মিদের মুক্তি দেওয়ার পাশাপাশি এই চুক্তির আওতায় প্রথম ধাপে ইসরায়েলও শত শত ফিলিস্তিনি বন্দিদের মুক্তি দেবে।

গাজার কিছু অংশ থেকে ইসরায়েলি সেনা প্রত্যাহার শুরু এবং গাজায় প্রতিদিন ত্রাণ সামগ্রীবাহী ট্রাক প্রবেশ করতে দেওয়ারও কথা রয়েছে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প জানিয়েছেন তিনি আশা করছেন যে সোমবার বা মঙ্গলবারে বাকি জিম্মিদের মুক্তি দেওয়া হবে।

এদিকে, গাজায় যুদ্ধবিরতির বিষয়ে নজর রাখতে বহুজাতিক সেনা মোতায়েন করা হবে বলে মার্কিন কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। তবে তারা গাজায় প্রবেশ করবে না। যুদ্ধবিরতি এবং অন্যান্য লঙ্ঘন হচ্ছে কি না সেই বিষয়ে নজর রাখবে।

তবে ফিলিস্তিনের অধিবাসীরা বিবিসিকে জানিয়েছেন, যুদ্ধবিরতি ঘোষণার পরও গাজার 'অনেক জায়গায়' বিমান হামলা অব্যাহত রয়েছে।

গাজায় যুদ্ধবিরতি এবং জিম্মিদের মুক্তির পরিকল্পনায় হামাস ও ইসরায়েলের সম্মতির বিষয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্টের ঘোষণার পর প্রায় ২৪ ঘণ্টা কেটে গেছে। বিষয়টিকে বড় ধরনের কূটনৈতিক অগ্রগতি বলেই মনে করা হচ্ছে।

এই তথ্য প্রকাশ্যে আসার পর যুদ্ধবিদ্ধস্ত গাজায় আনন্দের মুহূর্ত চোখে পড়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আনন্দের বার্তা এসেছে। এই অগ্রগতির প্রথম আভাস মিলেছিল নয়ই অক্টোবর। একটি চিরকুট এবং কান ফিসফিসানির হাত ধরেই মিলেছিল প্রথম সংকেত।

বুধবার রাত ৯টা ৪৫ মিনিটে (বিএসটি) ট্রাম্পের কাছে ওই চিরকুট পৌঁছে দেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও। সেই সময় সাংবাদিক সম্মেলনে ছিলেন মি. ট্রাম্প। তার কানে মৃদুস্বরে কিছু বলতে শোনা যায় মি. রুবিওকে।

তারপরই প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সাংবাদিকদের বলেন, আমরা একটি চুক্তির খুব কাছাকাছি রয়েছি।

তারপর মধ্যরাতের ঠিক আগে (বিএসটি) 'ট্রুথ সোশ্যাল'-এ একটি পোস্টে মি. ট্রাম্প ঘোষণা করেন, ইসরায়েল এবং হামাস উভয়ই আমাদের শান্তি পরিকল্পনার প্রথম পর্যায় নিয়ে সম্মত।

এদিকে, ইসরায়েলের মন্ত্রিসভা বৈঠকের পর নিশ্চিত করে যে তারা রাত ৯টা ৩০ মিনিটের (বিএসটি) ঠিক আগে জিম্মি মুক্তির পরিকল্পনা অনুমোদন করেছে।

কী কী হওয়ার কথা?

পরিকল্পনা অনুযায়ী, গাজায় যুদ্ধবিরতি হবে এবং সেখান থেকে ইসরায়েলি সেনাদের ধাপে ধাপে একটি নির্দিষ্ট এলাকা পর্যন্ত প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে। গাজায় সহায়তা ও ত্রাণ সামগ্রীবাহী ট্রাক ঢুকতে দেওয়া হবে।

হামাসের হাতে থাকা জিম্মি ও ইসরায়েলের হেফাজতে থাকা ফিলিস্তিনি বন্দিদের মুক্তি দেওয়া হবে। দু'পক্ষই মৃতদেহ ফিরিয়ে দেবে। গাজায় রয়েছেন এমন ৪৮ জন জিম্মিকে মুক্তি দেওয়া হবে, যাদের মধ্যে ২০ জন এখনো জীবিত রয়েছেন বলে মনে করা হচ্ছে । এই পরিকল্পনার হাত ধরেই ইসরায়েল ১,৭০০ ফিলিস্তিনি বন্দিদের মুক্তি দেবে। এই খবর প্রকাশ্যে আসার পরই বিশ্বজুড়ে স্বস্তির ছাপ দেখা যায়।

বিবিসির প্রধান আন্তর্জাতিক সংবাদদাতা লাইস ডুসেট জানিয়েছেন গাজার ধ্বংসস্তূপে ভরা রাস্তা এবং ইসরায়েলের হোস্টেজেস স্কোয়ারে উল্লাসের মুহূর্তও দেখা যায়। তবে ডোনাল্ড ট্রাম্পের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন নিয়ে এখনো অনেক প্রশ্ন রয়ে গেছে।

যুদ্ধবিরতি কি কার্যকর হয়েছে?

বিবিসির মধ্যপ্রাচ্যের সংবাদদাতা জেরুজালেম থেকে জানিয়েছেন, চুক্তি অনুমোদনের ২৪ ঘণ্টা পর, শনিবার ভোরে গাজায় যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার কথা রয়েছে।

এর সূচনা হওয়ার ৭২ ঘণ্টার মধ্যে জিম্মিদের মুক্তি দিতে হবে। ইসরায়েলের হাতে বন্দি শত শত ফিলিস্তিনিকে ইসরায়েলি কারাগার থেকে মুক্তি দিতে হবে।

হামাসের নির্বাসিত গাজা প্রধান খলিল আল-হাইয়া বলেছেন যে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং মধ্যস্থতাকারীদের কাছ থেকে এই বিষয়ে নিশ্চয়তা পেয়েছেন যে যুদ্ধ শেষ হয়ে গিয়েছে।

এর আগে, ইসরায়েলি পররাষ্ট্রমন্ত্রী গিদিয়ন সার ফক্স নিউজকে বলেছেন যে ইসরায়েলি সরকার চুক্তি অনুমোদনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর অবিলম্বেই যুদ্ধবিরতি কার্যকর হবে।

কিন্তু ফিলিস্তিনি তথ্য কেন্দ্র থেকে মেলা তথ্য অনুযায়ী, এরপরেও গাজায় সামরিক তৎপরতা দেখা গেছে। পশ্চিম গাজার আল-নাসর এলাকায় ধোঁয়া উঠতে দেখা যায়, বোমা নিক্ষেপ করা হয়। গাজা সিটিতে বিমান হামলাও হয়েছে বলে জানানো হয়েছিল।

শুক্রবার সকালেও হামলার একাধিক খবর পেয়েছে বিবিসি। প্রত্যক্ষদর্শীরা বিবিসিকে জানিয়েছেন শুক্রবার সকালে খান ইউনিসে বিমান হামলা হয়েছে। উত্তরে নেটজারিম করিডোরের আশেপাশেও হামলার খবর মিলেছে।

ফিলিস্তিনি সংবাদ সংস্থা ওয়াফার সংবাদদাতারা শুক্রবার ভোরে খান ইউনিসে বোমা হামলার খবর জানিয়েছেন।

গাজা শহরে আরও হামলার খবর পাওয়া গিয়েছে যেখানে প্রত্যক্ষদর্শীরা সিএনএনকে আল-সাব্রা এবং তাল আল-হাওয়া এলাকায় গোলাবর্ষণের কথা জানিয়েছেন।

রয়টার্সের ফুটেজে স্থানীয় সময় আনুমানিক ভোর ৫টা ৫৫ মিনিটের দিকে আলোর ঝলক এবং তারপরে একটি বিস্ফোরণের দৃশ্য ধরা পড়েছে।

এই বিষয়ে মন্তব্যের জন্য বিবিসি ইসরায়েল প্রতিরক্ষা বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। তারা বিষয়টি খতিয়ে দেখছে বলে জানানো হয়েছে।

চুক্তির পরবর্তী পর্যায়ে সম্ভাব্য জটিলতা

বিশেষজ্ঞদের অনেকেই মনে করেন গাজায় যুদ্ধবিরতি ও জুম্মিদের মুক্তি সংক্রান্ত চুক্তির পরবর্তী পর্যায়ে আলোচনার সময় একাধিক জটিলতা দেখা দিতে পারে। এর কারণগুলো হলো-

হামাস ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র চায়

তারা আগেই জানিয়েছে যে একমাত্র ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলেই নিরস্ত্রীকরণের বিষয়ে সম্মত হবে, নচেৎ নয়। যুদ্ধবিরতি নিয়ে প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ায় সামাস নিরস্ত্রীকরণের বিষয়ে কোনো উল্লেখ করেনি, যা এই জল্পনাকে আরো উসকে দিয়েছে যে তাদের অবস্থানের পরিবর্তন হয়নি।

বরং হামাসের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে তারা, ঐক্যবদ্ধ ফিলিস্তিনি আন্দোলনের অংশ হিসেবে ভবিষ্যতে গাজায় ভূমিকা ইতিবাচক ভূমিকা পালন করার বিষয়ে আশাবাদী।

নেতানিয়াহু ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষকে জড়াতে চান না

প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু গাজায় যুদ্ধবিরতি সংক্রান্ত পূর্ণ পরিকল্পনায় সম্মতি জানালেও যুদ্ধ-পরবর্তী গাজায় ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের সম্পৃক্ততার বিরুদ্ধে। এই বিষয়টি তিনি আবার স্পষ্ট করে দেন। গত সপ্তাহে তাকে জোর দিয়ে বলতে শোনা যায় যে, ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ এই অঞ্চল পরিচালনায় কোনও ভূমিকা পালন করবে না।

ইসরায়েল কখন সম্পূর্ণরূপে সেনা প্রত্যাহার করবে?

পরিকল্পনা অনুযায়ী, ধাপে ধাপে গাজা থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করার কথা।

এই বিষয়ে ইসরায়েল জানিয়েছে প্রথম ধাপে সেনা প্রত্যাহারের পর গাজার প্রায় ৫৩ শতাংশ তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকবে। যদিও হোয়াইট হাউজের পরিকল্পনায় ধাপে ধাপে আরও ৪০ শতাংশ, তারপর আরও ১৫ শতাংশ এলাকায় সেনাদের সরিয়ে নেওয়ার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল।

এরপর চূড়ান্ত পর্যায়ে একটি নিরাপত্তা পরিধির মধ্যে থাকবে যা যতক্ষণ না গাজা আবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠা সন্ত্রাসের ঝুঁকি থেকে সঠিকভাবে সুরক্ষিত না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত থাকবে।

এখানে বেশ কিছু অস্পষ্ট রয়েছে। যেমন ইসরায়েলি সেনার সম্পূর্ণ প্রত্যাহারের জন্য কোনো স্পষ্ট সময়সীমা উল্লেখ করা হয়নি। হামাস এই বিষয়ে স্পষ্টতা চাইতে পারে।

বহুজাতিক সেনার নজরদারি

যুদ্ধবিরতি পর্যবেক্ষণকারী বহুজাতিক বাহিনী সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য জানিয়েছেন বিবিসির মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের সংবাদদাতা টম বেটম্যান।

তিনি জানিয়েছেন, মার্কিন সামরিক বাহিনী ইসরায়েলে একটি বেসামরিক-সামরিক সমন্বয় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করবে, যার মধ্যে প্রায় ২০০ ট্রুপ সেনা থাকবে। এতে মিশর, কাতার এবং তুরস্ক সহ আরব ও মুসলিম দেশগুলোর বাহিনী অন্তর্ভুক্ত থাকবে যারা যুদ্ধবিরতি পালন এবং যেকোনো ধরনের লঙ্ঘনের খবর দেবে।

মার্কিন কর্মকর্তারা ইতোমধ্যে জানিয়েছেন, কোনো মার্কিন বাহিনী গাজায় প্রবেশ করবে না।

এই টাস্কফোর্সের নেতৃত্বে থাকছে মার্কিন কেন্দ্রীয় কমান্ড, যা এই অঞ্চলে অবস্থিত এবং যুদ্ধবিরতি চুক্তির অগ্রগতি তদারকি করবে এবং মানবিক সহায়তা সমন্বয় করতেও সাহায্য করবে।

গাজার বাসিন্দা বছর ২২-এর লায়লা এজ্জাত আল শানা জানিয়েছেন, যুদ্ধ বিরতির খবরে তিনি আনন্দিত। কিন্তু একইসঙ্গে তিনি শোকেও আচ্ছন্ন।

যুদ্ধবিরতি হতে চলেছে এই খবর পাওয়ার কয়েক ঘণ্টা আগে একটি আবাসিক ফ্ল্যাটে হামলা হয়। এই ঘটনায় ৪০ জন ফিলিস্তিনি ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়েন।

গাজার এই মা বলেছেন, আজ দিনটি খুব সুন্দর ছিল, কারণ তারা যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেছে।

লোকে চিৎকার করছিল, গান গাইছিল। কিছু মানুষ আনন্দের জন্য আকাশে বন্দুক ছুঁড়ছিল, কয়েকজন নারী কাঁদছিল।

এই উদযাপনের কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন, দুই বছর পরও আমরা বেঁচে আছি! আমরা এই গণহত্যা থেকে বেঁচে গেছি।

তার অভিযোগ শেষ ঘণ্টাগুলোতেও ইসরায়েল গণহত্যা অব্যাহত রেখেছে। তিনি জানিয়েছেন, ইসরায়েলের তরফে বোমাবর্ষণের শব্দ সারা দিন ধরেই অব্যাহত ছিল।

যুদ্ধে চলাকালীনই সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন আল শানা। এই সময়কালে পরিবারের অনেক সদস্যের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে তার বাবা, চাচা এবং বেশ কয়েকজন চাচাতো ভাইবোনও রয়েছেন।

তিনি তার জীবনের সবচেয়ে ভয়াবহ মুহূর্তটির কথা বর্ণনা করেছেন তিনি। বাড়িতে তার নবজাতককে দুধ খাওয়াচ্ছিলেন, সেই সময় তার বাড়ির সংলগ্ন এলাকায় বোমা বর্ষণ হয়।

তিনি বলেছেন, হঠাৎ বোমা হামলার বিকট শব্দ শুনতে পাই এবং দেখি ঘর ধুলোয় ভরে গেছে।

একটা সময় আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না, কিছুই শুনতে পাচ্ছিলাম না। আমার ছেলে এবং আমি ঘরেই ছিলাম। কিছুক্ষণ পর বুঝতে পারলাম যে আমরা ঘরের ভেতরে রয়েছি। সেই রাতে অলৌকিকভাবে বেঁচে গিয়েছিলাম আমরা।

তবে ভবিষ্যতের বিষয়ে তিনি আশাবাদী। আহতদের চিকিৎসার জন্য স্থানান্তর করতে গাজা-মিশর সীমান্ত খুলে দেওয়ার জন্য সব পক্ষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

'আমাদের এই মুহূর্ত কাজে লাগাতে হবে'

জাতিসংঘের মানবিক বিষয়ক প্রধান টম ফ্লেচার বর্তমানে রিয়াদে রয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের শান্তি পরিকল্পনা যেন সমগ্র অঞ্চলে জীবন রক্ষাকারী কাজের এবং লাখো মানুষের জীবন বাঁচানোর ভিত্তি হয়ে ওঠে।

তার কথায়, এই মুহূর্তকে আমাদের সম্মিলিত ইচ্ছাশক্তি, দৃঢ় সংকল্প এবং উদারতার সঙ্গে কাজে লাগাতে হবে।

মি. ফ্লেচার জানিয়েছেন, গাজায় মানবিক সহায়তা পৌঁছানোর জন্য তাদের ২০ শতাংশেরও কম ত্রাণ সরবরাহের অনুমতি আছে।

তার মতে যুদ্ধবিরতির পরিকল্পনা ফলপ্রসূ তখনই হবে যখন অবরোধ তুলে নেওয়া এবং ত্রাণ পৌঁছে দেওয়ার জন্য নিরাপদ রুটসহ উপত্যকায় প্রবেশের সব পথ খুলে দেওয়া হবে।

তিনি জানিয়েছেন সীমান্তে এক লাখ ৭০ হাজার মেট্রিক টন খাদ্য, ওষুধ এবং অন্যান্য সরবরাহ মজুত রাখা হয়েছে। গাজায় ২১ লাখ মানুষের মুখে খাবার তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে।

তিনি জানিয়েছেন যেসব এলাকায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে শুধু সেখানেই পরিস্থিতি মোকাবিলা এবং অন্যান্য অঞ্চলে তা প্রতিরোধ করার চেষ্টা নয়, তাদের লক্ষ্য ভেঙে পড়া স্বাস্থ্যব্যবস্থা, জল ও স্যানিটেশন, স্কুল পুনরুদ্ধার এবং আশ্রয়ের জন্য প্রতি সপ্তাহে হাজার হাজার তাঁবু সরবরাহ করতেও আগ্রহী জাতিসংঘ।

ফিলিপিন্স ও ইন্দোনেশিয়ার কাছে সাগরে শক্তিশালী ভূমিকম্প

ফিলিপিন্সের মিন্দানাও অঞ্চলের উপকূলে ৭ মাত্রার ওপরের ভূমিকম্প আঘাত হানার পর কর্তৃপক্ষ সুনামির সতর্কতা জারি করে।

ফিলিপিন্সের ভূকম্পন সংস্থা জানিয়েছে, শুক্রবার সকালে আঘাত হানা প্রাথমিক ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৭ দশমিক ৫।

তবে মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ (ইউএসজিএস) এবং ইউরো-ভূমধ্যসাগরীয় ভূকম্পন কেন্দ্র এর মাত্রা ৭ দশমিক ৪ বলে জানিয়েছে। মিন্দানাও উপকূলে একের পর এক আফটারশক অনুভূত হয়েছে, যার মাত্রা ২ দশমিক ৬ থেকে ৪ দশমিক ৯ পর্যন্ত, বলে জানিয়েছে দেশটির ইনস্টিটিউট অফ ভলকানোলজি অ্যান্ড সিসমোলজি (ফিভোলক্স)। ফিলিপিন্সের ভূকম্পন সংস্থা জীবনের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে এমন উচ্চতার ঢেউসহ ধ্বংসাত্মক সুনামির সতর্কতা জারি করে।

তবে ঘণ্টাখানেক পর ইউএস সুনামি ওয়ার্নিং সেন্টার জানায়, সুনামি সর্তকতা তুলে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু স্থানীয় কর্তৃপক্ষগুলো এ বিষয়ে ঘোষণা দেয়নি। শুক্রবার সকালের এই ভূমিকম্পের পর ইন্দোনেশিয়ার কিছু অংশেও সুনামির সতর্কতা জারি করা হয়।

ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল থেকে ৩০০ কিলোমিটারেরও বেশি দূরে ইন্দোনেশিয়ার উত্তর সুলাওয়েসি এবং পাপুয়া অঞ্চলেও সুনামির সতর্কতা জারি করা হয়। এই অঞ্চলগুলো হুমকির মুখে রয়েছে বলে জানায় ইন্দোনেশিয়ার ভূ-পদার্থবিদ্যা সংস্থা।

ইন্দোনেশিয়ার ভূমিকম্প ও সুনামি কেন্দ্রের প্রধান জানিয়েছেন, ইন্দোনেশিয়ার জলসীমায় ১৭ সেমি (৬ ইঞ্চি) পর্যন্ত সুনামি রেকর্ড করা হয়েছে। আমরা একে ছোট সুনামি বলি, তিনি শূন্য দশমিক ৫ মিটার উচ্চতায় পৌঁছানো ঢেউয়ের কথা উল্লেখ করে বলেন।

ইন্দোনেশিয়ার ভূকম্পন সংস্থা জানায়, উত্তর সুলাওয়েসির তালাউড দ্বীপপুঞ্জে ৩ দশমিক ৫ সেন্টিমিটার থেকে ১৭ সেন্টিমিটার পর্যন্ত সুনামি ঢেউ রেকর্ড করা হয়েছে। ফিলিপিন্সের প্রেসিডেন্ট ফার্দিনান্দ মার্কোস জুনিয়র মধ্য ও দক্ষিণ ফিলিপাইনের কিছু উপকূলীয় অঞ্চল থেকে মানুষকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। পরিস্থিতি নিরাপদ মনে হওয়ার পর অনুসন্ধান, উদ্ধার ও ত্রাণ তৎপরতা শুরু করা হবে বলে তিনি ফেসবুকে এক পোস্টে বলেছেন। তিনি ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলের সব মানুষকে উঁচু স্থানে সরে যাওয়ার এবং কর্তৃপক্ষ নিরাপদ ঘোষণা না করা পর্যন্ত উপকূল থেকে দূরে থাকার আহ্বান জানিয়েছেন। যাদের সাহায্য প্রয়োজন তাদের সকলের কাছে পৌঁছাতে আমরা সার্বক্ষণিক কাজ করছি, মার্কোস জুনিয়র বলেছেন।

সুনামির শঙ্কা : জোয়ারের সময় সাগরের পানি যে পর্যন্ত উঠে আসে, তার চেয়ে তিন মিটার উচ্চতা পর্যন্ত সুনামির ঢেউ উঠতে পারে বলে সতর্কতা জারি করা হয়েছিল। প্যাসিফিক সুনামি ওয়ার্নিং সেন্টার থেকে একটি সতর্কতা দেখানো হয়, যেখানে সতর্ক করা হয় যে ফিলিপিন্সের কিছু উপকূলে সুনামির ঢেউ স্বাভাবিক জোয়ারের সমতল থেকে তিন মিটার বা ১০ ফুট পর্যন্ত উঁচুতে উঠতে পারে। ইন্দোনেশিয়া এবং পালাউয়ের কিছু উপকূলে স্বাভাবিক জোয়ারের সমতল থেকে এক মিটার পর্যন্ত উঁচুতে ঢেউ উঠতে পারে। প্রথম সুনামির ঢেউ এক ঘণ্টার মধ্যে আসতে পারে বলেও সেখানে উল্লেখ করা হয়। সুনামির ঢেউ কয়েক ঘণ্টা ধরে স্থায়ী হতে পারে বলে ফিলিপাইন কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। দেশের ইনস্টিটিউট অফ ভলকানোলজি অ্যান্ড সিসমোলজি (ফিভোলক্স) ক্ষতিগ্রস্ত প্রদেশগুলির উপকূলীয় অঞ্চলে বসবাসকারী বাসিন্দাদের অবিলম্বে উঁচু স্থানে সরে যেতে অথবা আরও অভ্যন্তরীণ স্থানে সরে যেতে বলেছে। ফিভোলক্স নৌকা মালিকদের তাদের নৌযানগুলোকে নিরাপদে সরিয়ে উপকূল থেকে দূরে সরে যাওয়ার পরামর্শও দিয়েছে। এই সময়ের মধ্যে সমুদ্রে থাকা নৌকাগুলোকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত গভীর জলে সমুদ্র সৈকতে থাকা উচিত, এতে আরও বলা হয়েছে।

আতঙ্ক আর বিশৃঙ্খলা

ফিলিপিন্সের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন পিটিভি কিছু ছবি দেখিয়েছে, যেখানে আতঙ্কিত লোকজনের ছোটাছুটির কারণে দাভাও সিটিতে বিশৃঙ্খলার দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। ভূমিকম্পের পর দাভাও সিটির একটি হাসপাতালের বাইরে রোগী ও কর্মীরা সরে যাওয়ার জন্য ছুটে আসছেন দেখা যাচ্ছে একটি ছবিতে। রাস্তায়ও বিভিন্ন স্থানে লোকজনকে অবস্থান নিতে দেখা গেছে। দক্ষিণ ফিলিপিন্সের দাভাও ওরিয়েন্টাল প্রদেশের গভর্নর বলেছেন যে ভূমিকম্প আঘাত হানার পর মানুষ আতঙ্কিত হয়ে পড়ে এবং ভবনগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়। রয়টার্স জানিয়েছে, কিছু ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সেখানে ভূমিকম্প খুব শক্তিশালী ছিল। ২০১২ সালে, টাইফুন বোফার পর ওই প্রদেশে শত শত মানুষ নিহত হয়েছিলেন।

ক্ষতিগ্রস্ত ভবন : ইন্দোনেশিয়ায় জনগণকে 'শান্ত থাকার' আহ্বান ইন্দোনেশিয়ায় কর্তৃপক্ষ জনগণকে 'শান্ত থাকার' এবং 'যাচাই না করা তথ্য ছড়ানো বা বিশ্বাস করা এড়িয়ে চলার' আহ্বান জানিয়েছে। ভূমিকম্পের কারণে ফাটল বা ক্ষতিগ্রস্ত ভবন থেকে দূরে থাকুন। পুনরায় প্রবেশের আগে আপনার বাড়িটি কাঠামোগতভাবে সুস্থ এবং ভূমিকম্পজনিত ক্ষতি থেকে মুক্ত কি না তা পরীক্ষা করে দেখুন, দেশটির মেটেরোলজি, ক্লাইমেটোলজি এবং জিওফিজিক্স এজেন্সি এক বিবৃতিতে জানিয়েছে। এটি আরও জানিয়েছে, এখনো পর্যন্ত তারা কোনো ক্ষয়ক্ষতির খবর পায়নি। ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থলের কাছে ইন্দোনেশিয়ার মিয়াঙ্গাস দ্বীপের একজন শিক্ষিকা , যার নাম ডেসি, তিনি বলেছেন যে ভূমিকম্পগুলো মৃদু ছিল এবং স্থানীয় সময় প্রায় সকাল ১০টা পর্যন্ত কোনো সুনামি হয়নি। তিনি জানান, ক্লাসে পড়াতে ফিরে এসেছেন তিনি। এদিকে, উত্তর সুলাওয়েসির মানাডোর এলাকার একজন বাসিন্দা বলেছেন যে ভূমিকম্পটি সেখানে অনুভূত হয়েছে এবং রাস্তায় গাড়ির হর্ন বাজতে শোনা যাচ্ছে। প্রসঙ্গত, ইন্দোনেশিয়ার কর্তৃপক্ষ উত্তর সুলাওয়েসি এবং পাপুয়া অঞ্চলের জন্য সুনামি সতর্কতা জারি করেছে।

ফিলিপিন্সে প্রাকৃতিক দুর্যোগের এক মৌসুম : আজ সকালে এই ভূমিকম্পটি এমন এক সময় ঘটে যখন ফিলিপাইন এখনো দেশের বিভিন্ন অংশে প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাব কাটিয়ে উঠছে।

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক : রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এ. ২৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং শিবাশাই পব্লিকেশন প্রা. লি., রাতু কাঠিটান্ড, টিংডর বাগানের পাশে, রাতু, রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক : আদিত্য কুমার চ্যাটার্জী* ফোন : ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফ্যাক্স : ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Shivashai Publication Private Ltd, Ratu Kathitand, Tender Bagicha, Ratu, Ranchi, Published at A. 24, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834002, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244605, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

সরকারি পদে নিযুক্তির উদ্দেশ্যে এডিআরই তৃতীয় বর্গের পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা

একই সাথে অসম পুলিশের সাব ইন্সপেক্টর পদের পরীক্ষার ফল ঘোষণা হবে, রাজ্যের দরিদ্র যুবক যুবতীরা স্বচ্ছ ভাবে চাকরি পাবে বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ সরকারি চাকরির উদ্দেশ্য অপেক্ষারত যুবক-যুবতীদের জন্য সুখবর। যাবতীয় জল্পনা-কল্পনার পর অবশেষে এডিআরই তৃতীয় বর্গের পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে। সরকারি পদে নিযুক্তির উদ্দেশ্যে এডিআরই পরীক্ষার আযোজন করেছিল রাজ্য সরকার। অবশেষে ৭৬৫০ পদের জন্য এডিআরই তৃতীয় বর্গের পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা করাকে কেন্দ্র করে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন এবার রাজ্যের দরিদ্র যুবক যুবতীরা স্বচ্ছ ভাবে সরকারি পদে নিযুক্তির সুযোগ পেয়েছেন। একই সাথে অসম পুলিশের সাব ইন্সপেক্টর পদের পরীক্ষার ফল ঘোষণা করা হয়েছে। আগামী ১৫ অক্টোবর এডিআরই চতুর্থ বর্গের পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ পাবে।

ধেমাজির জোনাই বিধানসভা কেন্দ্রে বিভিন্ন সরকারি কার্যসূচিতে অংশ নেওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রী বলেন অসম পুলিশের অগ্নি নির্বাপক বিভাগের সাব ইন্সপেক্টর পদের এবং এডিআরই তৃতীয় বর্গের নিযুক্তির পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে স্বচ্ছতার সঙ্গে এডিআরই পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। এডিআরই পরীক্ষার মাধ্যমে রাজ্যের দরিদ্র পরিবারের যুবক-যুবতীরা চাকরি পেয়েছে। এদিন শুধুমাত্র তৃতীয় বর্গের পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হলেও পরবর্তীকালে চতুর্থ বর্গের পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ পাবে। এই পরীক্ষার মাধ্যমে প্রায় দশ হাজার দরিদ্র পরিবারের যুবক-যুবতীরা চাকরি পেতে সক্ষম হয়েছেন বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী বলেন যেখানে যেই বিভাগে পদ খালি হবে এর পরেই নিযুক্তির ব্যবস্থা করা হবে। এরই মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরির ফলাফল প্রকাশ পাবে। তবে পদোন্নতির বিষয়ে তিনি কিছু জানেন না। এটা শিক্ষামন্ত্রী বলতে পারবেন। তবে হেডমাস্টারের পদোন্নতির বিষয়টি হাইকোর্ট স্টে করে রেখেছে বলে উল্লেখ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। উল্লেখ্য রাজ্যের তৃতীয় এবং চতুর্থ বর্গের মোট ১২৬০০ পদের জন্য পরীক্ষা হয়েছিল। এই পরীক্ষায় ৩২ লক্ষের অধিক প্রার্থী অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এদিন সকাল ১১.৩০ টা নাগাদ নির্ধারিত ওয়েবসাইটে এবং বিভিন্ন বিভাগের ওয়েবসাইটে এই ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। আগামী ১৫ অক্টোবর এডিআরই চতুর্থ বর্গের মোট ৫০২৩ টি পদের নিযুক্তির পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হবে।

জুবিন গর্গকে ন্যায় দেওয়ার ক্ষেত্রে যেভাবে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে সেটার জন্য বিজেপি সরকারকে ধন্যবাদ জানানো উচিত বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

বর্তমানে রাজ্যে কংগ্রেস সরকারে থাকলে জুবিন কোনদিনও ন্যায় পেতেন না, ড০ ভূপেনে হাজারিকারে শেষকৃত্য সম্পন্ন স্থানে নির্বাচনে কংগ্রেসের তিন দিন সময় লেগেছিল বলে কটাক্ষ

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ গণশিল্পী কিংবদন্তি গায়ক জুবিন গর্গের অস্বাভাবিক মৃত্যুর তদন্ত সঠিক দিকে এগোচ্ছে। জুবিনকে নেয় প্রদানের প্রক্রিয়া জোড় গতিতে চলছে। এই সরকার জুবিনকে ন্যায় দেওয়ার ক্ষেত্রে সবকিছু করবে। এই সংক্রান্তে যেভাবে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে সেটার জন্য রাজ্যের বিজেপি সরকারকে ধন্যবাদ জানানো উচিত বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন এর জন্য বিজেপি সরকারকে কৃতজ্ঞতা জানাতে হবে। তবে বর্তমান রাজ্যে কংগ্রেস সরকার থাকলে জুবিন কোনদিনও ন্যায় পেতেন না। সুধা কন্ঠ ড০ ভূপেন হাজারিকার শেষকৃত্য সম্পন্ন স্থান নির্বাচনে কংগ্রেসের তিন দিন সময় লেগেছিল বলে কটাক্ষ করেছেন তিনি।

বিভিন্ন সরকারি কার্যসূচিতে অংশ নিতে ধেমাজির জোনাই বিধানসভা কেন্দ্রে এসে মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের বলেন জুবিনকে ন্যায় দেয়ার ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই কষ্ট করেছেন। মানুষ জুবিনকে ন্যায় দেওয়ার দাবি উত্থাপন করছেন। ন্যায় এই সরকারই দিচ্ছে। ইতিমধ্যে শ্যামকানু মহন্ত, সিদ্ধার্থ শর্মা গ্রেপ্তার হয়েছেন। গতকাল সন্দীপন গর্গ গ্রেফতার হয়েছেন। এছাড়া শেখরজ্যোতি গোস্বামী, অমৃতপ্রভা মহন্ত গ্রেফতার হয়েছেন। সাধারণ জনতা যাদের সন্দেহ করেছিলেন প্রত্যেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ফলে জুবিনের ন্যায় প্রদানের ক্ষেত্রে যদি কাউকে ধন্যবাদ দিতে হয় তাহলে সেটা বিজেপি সরকারের পাওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন আজ পর্যন্ত কংগ্রেস কাউকে ন্যায় দিতে পারেনি। কিন্তু এই সরকার তাৎক্ষণিক ভাবে ন্যায় দিতে সক্ষম হয়েছে। এছাড়া ঘটনার তদন্ত প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। ফলে এর জন্য বিজেপি সরকারকে কর্তৃত্ব দেওয়া উচিত। এক্ষেত্রে এই সরকার জন্য আরও এগিয়ে যাই সেটা বলে সরকারকে ধন্যবাদ উচিত। কেউ আশা করেননি এত কম দিনের মধ্যেই প্রত্যেককে গ্রেফতার করে নেওয়া হবে। প্রথমে প্রচার করা হয়েছিল তারা কেউ রাজ্যে আসবেনা। জামিন নিয়ে নেবেন। হিমন্ত বিশ্ব শর্মা নাটক করছেন। কিন্তু এই সরকার স্বচ্ছ ভাবে প্রত্যেকে গ্রেফতার করে নিতে সক্ষম হয়েছে।

তিনি বলেন এই সম্পূর্ণ ঘটনায় বিজেপি সরকার ন্যায় দিয়েছে। এই বিজেপি সরকার জুবিনের জন্য যেটা করেছে কংগ্রেস সরকার থাকলে এর দশ শতাংশ কাজ হতো না।ড০ ভূপেন হাজারিকার শেষকৃত্য সম্পন্ন করার জন্য স্থান নির্বাচনে কংগ্রেস তিন দিন সময় লাগিয়েছিল। কিন্তু এই সরকার জুবিনের ক্ষেত্রে সবকিছু করে দিয়েছে। ভূপেন হাজারিকার শেষকৃত্যে তাকে সম্মান জানানোর জন্য একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আসেননি। উল্লেখ্য জুবিন গর্গের শেষকৃত্যে তাকে সম্মান জানাতে প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসেবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরণ রিজিজু অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেন জুবিন গর্গের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার যেটা করেছে সেই ধরনের উদাহরণ সারা ভারতে নেই। ফলে তিনি মনে করছেন সাধারণ জনতা বিজেপি সরকারকে ধন্যবাদ দেবে। একইভাবে এই সরকারও নিজেদের দায়িত্ব পালন করবে। গণ শিল্পী জুবিন গর্গকে এই সরকার সম্পূর্ণ ন্যায় দেবে বলে ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

প্রাথমিক সদস্য পদ সহ সব ধরনের দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ করে বিজেপিকে অসম এবং অসমীয়ার প্রধান শত্রু বলে আখ্যা প্রাক্তন সভাপতি তথা প্রাক্তন রাজ্য রেলমন্ত্রী রাজেন গোহাই এর

অন্য দল থেকে লোক এনে পুরানো কার্যকর্তাদের রক্ষণাবেক্ষণ তথা সুরক্ষা দেওয়ার, খবর নেওয়ার ব্যক্তির অভাব বিজেপিতে

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ চারবারের সাংসদ, প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি, প্রাক্তন রাজ্য রেলমন্ত্রীর দায়িত্ব পালনের পরেও বিজেপি ত্যাগ করলেন রাজেন গোহাই। তিনি আনুষ্ঠানিক ভাবে দলের প্রাথমিক সদস্য পদ সহ যাবতীয় দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ করেছেন। তবে পদত্যাগ করেই বিজেপির বিরুদ্ধে সরব হয়ে উঠেছেন তিনি। প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি বলেন বিজেপি অসম এবং অসমীয়ার প্রধান শত্রু। অন্য দল থেকে লোক এনে পুরানো কার্যকর্তাদের রক্ষণাবেক্ষণ তথা সুরক্ষা দেওয়ার, খবর নেওয়ার ব্যক্তির অভাব বিজেপিতে রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

প্রসঙ্গত ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে রাজেন গোহাইকে নগাঁও কেন্দ্র থেকে লোকসভার টিকেট না দেওয়ার পর থেকেই তিনি দলের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন। এরপর থেকেই তিনি বিজেপির সমালোচনায় মুখর ছিলেন। বিশেষ করে বিজেপির নেতৃত্বের প্রতি অত্যাধিক ক্ষুন্ন ছিলেন প্রাক্তন রাজ্য রেলমন্ত্রী। আশির দশকেই বিজেপিতে যোগদান করে প্রাক্তন প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ি, লাল কৃষ্ণ আদবানি, মুরলি মনোহর জোশি প্রমুখ নেতাদের সান্নিধ্য পেয়েছিলেন রাজেন গোহাই। ১৯৯৯ সাল থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত চার বারের সাংসদ ছিলেন তিনি। এছাড়া ১৯৯৯ সাল থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত রাজ্য বিজেপির সভাপতি দায়িত্ব পালন করেছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে ২০১৬ সালে কেন্দ্রীয় রাজ্য রেল মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। তবে ২০১৯ সালে রাজেন গোহাই এর টিকেট কাটার পর নগাঁও লোকসভা কেন্দ্রে দুইবার কংগ্রেসের কাছে পরাজিত হয়েছে বিজেপি।

দলের জ্যেষ্ঠ এই নেতা এদিন দল ত্যাগ করেই বলেছেন বিজেপি অসম এবং অসমীয়ার প্রধান শত্রু। তিনি বলেন বিজেপি নিজেদের অসমীয়ার ত্রাণকর্তা বলে উল্লেখ করে। কিন্তু তার কথায় অসম এবং অসমীয়ার সব থেকে বড় শত্রু বিজেপি। রাজ্যের সর্ববৃহৎ জনগোষ্ঠীর নাম আহোম জনগোষ্ঠী। এই জনগোষ্ঠী ৩০-৩৫-৪০ টি বিধানসভা কেন্দ্রে ছড়িয়েছিল। এই জনগোষ্ঠী একটি ডিসাইডিং ফ্যাক্টর ছিল। ৪০ টি কেন্দ্র থেকে আহোমরা যেদিকে গেছে সেদিকেই অসমীয়া জাতির উত্থান ঘটেছে। বর্তমান কোনো জনগোষ্ঠী নেই যাদের হাতে কোনো বিধানসভা কেন্দ্রের সম্পূর্ণ অধিকার রয়েছে। এভাবেই বিভিন্ন জনগোষ্ঠীকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। এভাবে আহোম জনগোষ্ঠীকে দুর্বল করার কারণ কি সেটা তিনি বুঝে উঠতে পারছেন না। আহোম জনগোষ্ঠীকে সম্পূর্ণভাবে দুর্বল করে দেওয়া হলো ফলে তাদের হাতে বর্তমান রাজনৈতিক ক্ষমতা নেই। অশোক সিংহল রাজ্যের যেকোনো বিধানসভা কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দিতা করতে পারেন। কিন্তু কোনো জনগোষ্ঠীর কারো উপর অধিকার নেই। অসমীয়াকে সম্পূর্ণ অসহায় করে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন তিনি।

বিজেপি থেকে পদত্যাগ করা এই জ্যেষ্ঠ নেতা দলের সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছেন। দিলীপ শইকিয়া রাজ্য বিজেপির সভাপতির দায়িত্ব নেওয়ার পর তিনি কিছুটা সংযত হয়েছিলেন। কিন্তু দল থেকে পদত্যাগ করার পর এবার দিলীপ শইকিয়াকেও সমালোচনার কাঠগড়ায় নিক্ষেপ করলেন তিনি। রাজন গোহাই বলেন দিলীপ শইকিয়া রাজ্য বিজেপির সভাপতির দায়িত্ব নেওয়ার পর কিছুটা আশার সঞ্চার হয়েছিল। তার সঙ্গে কথাবার্তা বলেছেন। কিছুদিন তাকে পর্যবেক্ষণ করেছেন। কিন্তু দিলীপ শইকিয়া কোনো পদক্ষেপ নেননি। রাজ্য বিজেপি সভাপতি এক্ষেত্রে তাদের সঙ্গ দিতে সাহস করতে পারেননি। তার নিজের কোনো সম্পত্তি নেই। জমি কেলেঙ্কারি নেই। অথচ রাজ্য বিজেপির সভাপতির অট্টালিকা সম্পর্কে অনেক খবর প্রচার হচ্ছে। তিনি বিষয়টি শুনেছেন বলে জানালেন প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি। একই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীরও কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেছেন রাজেন গোহাই।

চারবারের সাংসদ এবং বিজেপি ত্যাগ করা এই নেতা বলেন তার মনে দুঃখ রয়েছে। কিন্তু সেটা দেখার জন্য কেউ নেই। পদত্যাগের পর মনে খারাপ লাগা স্বাভাবিক। তবে এই দলে অন্য দল থেকে লোক এনে যারা জীবনের বহুবছর এখানে দিয়েছেন তাদের রক্ষণাবেক্ষণ দেওয়ার জন্য কোনো ব্যক্তি বিজেপিতে নেই। এখানে তাদের কেউ দেখার নেই, খবর নেওয়ার নেই। কেউ তাদের সুরক্ষা দেবে না। এমন একটি দলে তার থাকা উচিত হবে না। প্রত্যেকের স্বাভিমান আছে। ব্যক্তিগত জীবন রয়েছে। ফলে তার নিজের ব্যক্তিগত স্বাভিমান তিনি নিজের সঙ্গে রাখবেন। তার স্বাভিমানে কেই আঘাত করলে তিনি সহজে ছেড়ে দেবেন না। এই ধরনের মন্তব্য করে রাজ্য বিজেপির মুখ্য কার্যালয় অটল বিহারী বাজপেয়ী ভবনে এসে বসন্ত চতিয়ার হাতে নিজের পদত্যাগ পত্র তুলে দিয়েছেন রাজেন গোহাই। এছাড়া বিজেপি ত্যাগ করার ক্ষেত্রে তার পুত্র তথা রাজ্য বিজেপির সম্পাদক নবারুন গোহাই তাকে বাধা দিয়েছিলেন বলে স্বীকার করে নিয়েছেন তিনি। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন এক্ষেত্রে পুত্র বাধা দিয়েছিল কারণ সে নিজে দলের দায়িত্বে রয়েছে। এক্ষেত্রে পুত্রকে তিনি বলেছেন ছেলে যেই দায়িত্ব পেয়েছে সেটা যেন ঠিকভাবে পালন করে সে। তাকে তিনি বাধা দেবেন না কারণ তার নিজের ভবিষ্যৎ রয়েছে। কিন্তু বাবা হিসেবে তারও ব্যক্তিগত জীবন রয়েছে। এক্ষেত্রে ছেলেও যাতে তাকে বাধা না দেয় সেটা তিনি তাকে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন বলে উল্লেখ করেন রাজেন গোহাই।

টুকরো খবর

সিঙ্গাপুরে জুবিনের রহস্যজনক মৃত্যুর ক্ষেত্রে এবার ৮ জন নয় বরং ১০ জন প্রবাসী অসমীয়াদের উপর নজর এসআইটির, ১০ জনকে রাজ্যে হাজির হওয়ার সমান

সিআইডি কার্যালয় পুনরায় হাজির হয়ে জেরার সম্মুখীন জুবিনের দুই দেহরক্ষী, নর্থইস্ট ফেস্টিভ্যালের পিআরও অনুজ কুমার বরুয়া, একাংশ সহকর্মীদের ভাষ্য প্রদান

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ কিংবদন্তি গণ শিল্পী জুবিন গর্গের রহস্যজনক মৃত্যুর ক্ষেত্রে নতুন তথ্য উদঘাটন হয়েছে। মূলত তার অস্বাভাবিক মৃত্যুর সময় সঙ্গে থাকা প্রবাসী অসমীয়া রূপকমল কলিতা সিআইডি কার্যালয়ে দুইদিন এস আই টি জেরার সম্মুখীন হওয়ার পর এই নতুন তথ্য জানা গেছে। সেই সময় জুবিনের সঙ্গে আটজন নয় বরং ১০ জন প্রবাসী অসমীয়া ব্যক্তি থাকার তথ্য জানতে পেরেছে এসআইটি। ফলে এবার এই ১০ জনকে রাজ্যের সিআইডি কার্যালয়ে হাজির হওয়ার সামন জারি করা হয়েছে। এছাড়া সিআইডি কার্যালয় পুনরায় হাজির হয়ে জেরার সম্মুখীন হয়েছেন জুবিনের দুই দেহরক্ষী, নর্থইস্ট ফেস্টিভ্যালের পিআরও অনুজ কুমার বরুয়া। একই সঙ্গে অসমের স্পন্দন জুবিন গর্গের একাংশ সহযোগী শিল্পী সিআইডি কার্যালয়ে এসে তদন্তকারী সংস্থার কাছে নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরেছেন। সিঙ্গাপুরে জুবিনের সঙ্গে থাকা ৮ জন অসমীয়া প্রবাসীকে রাজ্যে সিআইডি কার্যালয়ে এসে এসআইটির জেরার সম্মুখীন হওয়ার জন্য গত ৬ অক্টোবর চূড়ান্ত সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেদিন পর্যন্ত কেউ সিঙ্গাপুর থেকে রাজ্যে আসেননি। অবশেষে ৭ অক্টোবর এদের মধ্যে একজন রূপকমল কলিতা সিঙ্গাপুর থেকে সিআইডি কার্যালয়ে এসে ৬ ঘন্টার উপর তদন্তকারী সংস্থার জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুখীন হয়েছেন। একইভাবে ৮ অক্টোবর তাকে ফের সিআইডি কার্যালয় ডেকে পাঠানো হয়েছিল। সেইভাবে তিনি সেখানে এসে ফের জেরার সম্মুখীন হয়েছেন। অবশেষে এসআইটির অনুমতি নিয়ে ইতিমধ্যে সিঙ্গাপুর উড়ে গেছেন তিনি। তবে তাকে জেরা করার সময় বিস্ফোরক তথ্য পেয়েছে এসআইটি। সেই তথ্য অনুযায়ী জুবিনের মৃত্যুর পরিপ্রেক্ষিতে আটজন নয় বরং ১০ জন প্রবাসী অসমীয়ার হদিস পাওয়া গেছে। ফলে তড়িঘড়ি এরমধ্যে রূপকমল কলিতাকে বাদ দিয়ে বাকিদের সিআইডি কার্যালয়ে উপস্থিত হওয়ার শোকজ করেছে এসআইটি। জুবিনের রহস্যজনক মৃত্যুর তদন্ত অব্যাহত রাখা এসআইটির পেয়ে ইতিমধ্যে দিল্লি থেকে রাজ্যের সিআইডি কার্যালয়ে হাজির হয়েছিলেন নর্থইস্ট ফেস্টিভ্যালের পিআরও অর্থাৎ জন সম্পর্ক রক্ষাকারী অফিসার অনুজ কুমার বরুয়া। গতকাল জিজ্ঞাসাবাদ করার পর বৃহস্পতিবার তাকে ফের একবার সিআইডি কার্যালয় ডেকে পাঠানো হয়েছিল। সেই হিসেবে এদিন তিনি সিআইডি কার্যালয়ে হাজির হওয়ার পর তাকে দীর্ঘ সময় ধরে জেরা করেছে এসআইটি। একইভাবে জুবিনের দুই প্রাক্তন দেহরক্ষীকে ফের একবার এদিন ডেকে পাঠানো হয়েছিল। সেই হিসেবে জুবিনের পিএসও হিসেবে কর্মরত থাকা অসম পুলিশের বিশেষ শাখার হেড কনস্টেবল পরেশ বৈশ্য এবং কনস্টেবল নন্দেশ্বর বরা সিআইডি কার্যালয় এসে এসআইটির জেরার সম্মুখীন হয়েছেন। পুলিশের এই দুই জওয়ানের ব্যাংকের একাউন্টে এক কোটি ২০ লক্ষ টাকা লেনদেন হওয়ার ফলে ইতিমধ্যে তাদের দুইজনকেই সাসপেন্ড করেছে সরকার। এছাড়াও জুবিনের সহযোগী শব্দ যন্ত্র বাদক দিগন্ত শর্মা সিআইডি কার্যালয় এসে তদন্তকারী সংস্থার সম্মুখে নিজের বক্তব্য প্রকাশ করেছেন। অন্যদিকে গ্রেফতারের পরেই শ্যামকানু মহন্তের নামে থাকা এইচডিএফসি ব্যাংকের ১২ টি একাউন্ট ফ্রিজ করেছিল এসআইটি। এই ১২ টি একাউন্টের মধ্যে সাতটি অ্যাকাউন্টের যাবতীয় লেনদেনের স্টেটমেন্ট সংগ্রহ করেছে তদন্তকারী সংস্থা। এছাড়া ব্যাংকের পানবাজার শাখার কর্মীকে এদিন সিআইডি কার্যালয়ে ডেকে পাঠিয়ে এই সংক্রান্তে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে শ্যামকানু মহন্তের নতুন বিপদ আসতে চলেছে। এবার তার বিরুদ্ধে মামলা করতে চলেছে আয়কর বিভাগ। দীর্ঘদিন ধরে তিনি কর ফাঁকি দিয়েছিলেন বলে এই বিভাগ জানতে পেরেছে। মূলত তার আর্থিক কেলেঙ্কারের তথ্য উদঘাটন হওয়ার পরেই নিজস্বভাবে মামলা রজু করেছে আয়কর বিভাগ। এক্ষেত্রে আয়কর বিভাগ সিআইডি থেকে তার আর্থিক সংক্রান্তীয় যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করবে বলে জানা গেছে। বৃহস্পতিবার দিনটিতে এভাবেই বিভিন্ন ব্যক্তিদের ডেকে পাঠিয়ে জেরা করেছে এস আই টি। এই সংক্রান্তে ইতিমধ্যে ২৮ জন ব্যক্তিকে জেরা করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

জয়সোয়াল যেখানে ব্র্যাডম্যানের পরই

নয়া দিল্লি ঃ সংক্ষিপ্ত স্কোর ঃ ভারত প্রথম ইনিংস ঃ ৩১৮/২ (জয়সোয়াল ১৭৩, সুদর্শন ৮৭, গিল ২০ ওয়ারিক্যান ২/৬০, সিলস ০/৫৯, ফিলিপ ১৩/০)। প্রথম দিন শেষে।

সেঞ্চুরি করে হেলমেটে চুমু দেন যশস্বী জয়সোয়াল। দুই হাত এক করে বানান ভালোবাসার প্রতীকও। এটাই তাঁর চেনা উদ্যাপন। যে উদ্যাপন আজ দেখা গেল আরও একবার। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে দিল্লি টেস্টে দারুণ এক সেঞ্চুরি করে নিজেকে নিয়ে গেলেন নতুন এক উচ্চতায়। যেখানে তাঁর ওপরে শুধু এমন একজন, যিনি সব সময় সবার ওপরে থাকবেন এটাই নিয়মডন ব্র্যাডম্যান।

জয়সোয়ালের সেই কীর্তিটা কী, সেই গল্পে পরে আসা যাক। তার আগে দিল্লিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম দিনটা কেমন কেটেছে ভারতের তা বলা যাক। প্রথম দিনেই ২ উইকেটে ৩১৮ রান করে ফেলা ভারত রান-পাহাড় গড়ার আশা করছে, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

অথচ টস জিতে ব্যাট করতে নামার পর লোকেশ রাহুলের সঙ্গে জয়সোয়ালের উদ্বোধনী জুটিটা থেমেছিল মাত্র ৫৮ রানেই। জোমেল ওয়ারিক্যানের বলে স্টাম্পড হয়ে রাহুল ফিরে যান মাত্র ৩৮ রানে। পুরো দিনে ক্যারিবিয়ানদের স্বস্তি বলতে ওইটুকুই।

দিনের বাকি সময়টা অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামের দর্শকেরা দেখেছেন ব্যাট হাতে জয়সোয়াল ও সাই সুদর্শনের দাপট। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বোলারদের অসহায় বানিয়ে ১৪৫ বলে সেঞ্চুরি পান জয়সোয়াল। ২৩ বছর বয়সী এই ওপেনারের টেস্ট ক্যারিয়ারের এটি সপ্তম সেঞ্চুরি।

বয়স ২৪ হওয়ার আগে আগে জয়সোয়ালের চেয়ে বেশি সেঞ্চুরি ছিল আর মাত্র তিনজনের। সেই নামগুলো পড়লেও হয়তো বোঝা যাবে জয়সোয়াল হাঁটছেন কোন পথেডন ব্র্যাডম্যান (১২), শচীন টেন্ডুলকার (১১) ও গ্যারি সোবার্স (৯)।

সুদর্শন শেষ পর্যন্ত বোল্ড হয়েছেন ৬৯তম ওভারে, ১৬৫ বলে ৮৭ রান করে ওয়ারিকনের বলে। তবে ১৭৩ রানে অপরাজিত থাকা জয়সোয়াল নিজেকে নিয়ে গেছেন নতুন এক উচ্চতায়। তাঁর ৭ সেঞ্চুরির পাঁচটিই ১৫০ ছাড়ানো। ২৪ বছর বয়সের আগে দেড় শ ছাড়ানো ইনিংস জয়সোয়ালের চেয়ে বেশি শুধু ব্র্যাডম্যানের (৮)। জয়সোয়ালের অভিষেকের পর তাঁর চেয়ে বেশি সেঞ্চুরি করতে পারেননি আর কোনো ওপেনার, ৪ সেঞ্চুরি করে দ্বিতীয় স্থানে ইংল্যান্ডের বেন ডাকেট।

নতুন দিনের বার্তা দিয়ে ব্রাজিলকে ৫-০ গোলে জেতালেন ভিনিরদ্রিগোএস্তেভাওরা

ব্রাজিল ঃ দক্ষিণ কোরিয়া ০-৫ ব্রাজিল

ব্রাজিলের ফুটবলে কি তবে নতুন দিনের সূর্যোদয় হলো? একটা মাত্র ম্যাচ দেখে এমন মন্তব্য করা কঠিন। তবে আজ ব্রাজিল যেভাবে খেলল, তাতে মনে হলো, যেন বহুদিনের খরার পর হঠাৎ ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামল। এই ব্রাজিলের অপেক্ষাতেই তো ছিল সবাই! কৌশল, নান্দনিকতা আর দারুণ ফলের এ যেন এক অদ্ভুত, মন-ভোলানো সমন্বয়।

গত সেপ্টেম্বরে বলিভিয়ার বিপক্ষে হারে নিজেদের ইতিহাসে সবচেয়ে বাজে বিশ্বকাপ বাছাইপর্ব শেষ করেছিল ব্রাজিল। সেই হারের পর ২০২৬ বিশ্বকাপকে সামনে রেখে তাদের দুর্দশা নিয়ে আলোচনা হয়েছিল অনেক। কিন্তু মনে হচ্ছে, দুঃসময়টা খুব দ্রুতই পেছনে ফেলে এসেছে তারা। অন্তত আজ দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে সে রকমই ইঙ্গিত মিলেছে।

ছন্দ, গতি আর নান্দনিকতার মিশেলে সিউলে শুক্রবার বিকেলে দক্ষিণ কোরিয়াকে ৫-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে ব্রাজিল। রদ্রিগো ও এস্তেভাও করেছেন জোড়া গোল। গোল পেয়েছেন ভিনিসিয়ুস জুনিয়রও। তবে শুধু গোলের হিসাবেই নয়, ম্যাচজুড়ে সেলেসাওদের ফুটবল ছিল চোখ ধাঁধানো।

সিউল ওয়ার্ল্ডকাপ স্টেডিয়ামে শুরু থেকেই দাপট দেখিয়েছে ব্রাজিল। ডিফেন্স থেকে আক্রমণ গড়া, মাঝমাঠে নিয়ন্ত্রণসবই ছিল গোছানো। খেলোয়াড়দের বোঝাপড়া আর পাসিং ছিল দেখার মতো। শুরুতে কয়েকবার ব্যর্থ হলেও এগিয়ে যেতে সময় লেগেছে মাত্র ১৩ মিনিট।

দলীয় আক্রমণে রদ্রিগোর পাস থেকে বল পান ব্রুনো গিমারেস। নিউক্যাসল মিডফিল্ডারের ডিফেন্সচেরা পাস ধরে নিঁখুত ফিনিশিংয়ে গোল করেন চেলসি তারকা এস্তেভাও। গতি, নিখুঁত পাসিং আর ফিনিশিংসব মিলিয়ে ব্রাজিলীয় ফুটবলের এক নিখাদ উদাহরণ সেই গোল।

এগিয়ে গিয়ে আরও ক্ষুরধার হয়ে ওঠে ব্রাজিল। ১৭ মিনিটে কাসেমিরোর হেডে গোল হলেও অফসাইডের কারণে তা বাতিল হয়। ২০ মিনিটে গোলরক্ষককে একা পেয়ে সুযোগ নষ্ট করেন রদ্রিগো। ২৭ মিনিটে ভিনিসিয়ুসের শট অল্পের জন্য বাইরে যায়। দক্ষিণ কোরিয়া শুধু কৌশলেই নয়, ব্রাজিলের গতি ও ছন্দের সঙ্গে তাল মেলাতেও হিমশিম খাচ্ছিল। মাঝেমধ্যে আক্রমণে গেলেও ব্রাজিলের বক্সের কাছাকাছি গিয়ে থেমে গেছে তাদের সব চেষ্টা।

৪০ মিনিটে আসে ব্রাজিলের দ্বিতীয় গোল। বাঁ দিক দিয়ে ভিনিসিয়ুসের পাস ডামি করে কাসেমিরোর উদ্দেশে ছেড়ে দেন রদ্রিগো। পরে কাসেমিরোর কাছ থেকে বল পেয়ে দারুণ ফিনিশিংয়ে গোল করেন রিয়াল মাদ্রিদের এই তারকা। বিরতির পরও একই ছন্দে খেলেছেন কার্লো আনচেলত্তির শিষ্যরা। ৪৭ মিনিটে নিজের দ্বিতীয় গোল করে ব্যবধান ৩০ করেন এস্তেভাও। তবে এ গোলের কৃতিত্বের চেয়ে দায় বেশি দক্ষিণ কোরিয়ার ডিফেন্ডার কিম মিনজায়ের। একটু পর ভিনিসিয়ুসের সহায়তায় রদ্রিগো করেন নিজের দ্বিতীয় ও দলের চতুর্থ গোল। ৭৭ মিনিটে প্রতিআক্রমণ থেকে ভিনিসিয়ুস করেন দলের পঞ্চম গোল।

আন্তর্জাতিক বিরতিতে ব্রাজিলের পরের প্রীতি ম্যাচ ১৪ অক্টোবর, প্রতিপক্ষ জাপান। আজকের খেলা দেখে মনে হচ্ছে, সেই ম্যাচের জন্যও হয়তো অনেকে এখন থেকেই ক্যালেন্ডারে দাগ টেনে রাখবেন।

রোহিতের অধিনায়কত্ব কেড়ে নেওয়া নিয়ে সৌরভ, 'আমার সঙ্গেও হয়েছে, দ্রাবিড়ের সঙ্গেও হয়েছে'

কলকাতা ঃ রোহিত শর্মাকে সরিয়ে শুবমান গিলকে ওয়ানডে অধিনায়কের দায়িত্ব দেওয়াকে ভুল মনে করছেন না ভারতের সাবেক অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলী। ২০২৭ ওয়ানডে বিশ্বকাপে রোহিতের বয়স হবে ৪০।

রোহিতকে সরানোর মূল কারণ এটাই বলে মনে করেন গাঙ্গুলী। তিনি ও রাহুল দ্রাবিড়ও একই অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে গেছেন বলেও দাবি করেছেন বিসিসিআইয়ের সাবেক সভাপতি।

শুক্রবার কলকাতায় সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে সৌরভ বলেন, 'আমি জানি না রোহিতকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, নাকি অন্য কিছু। তবে মনে হয়, এটা দুই পক্ষের মধ্যে আলোচনা হয়েছে। কারণ, রোহিত একজন অসাধারণ অধিনায়ক। গত দুই বছরে রোহিত টি-২০ বিশ্বকাপ ও চ্যাম্পিয়নস ট্রফি জিতেছে। সুতরাং রোহিতের পারফরম্যান্স নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই। নির্বাচকদের মনে যা এসেছে, তা হলোদুই বছর পর বিশ্বকাপের সময় রোহিতের বয়স হবে ৪০।'

রোহিত এ মুহূর্তে শুধু ওয়ানডে সংস্করণ খেলছেন। ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর টি-টোয়েন্টি থেকে অবসর নিয়েছেন, গত মে মাসে ছেড়েছেন টেস্ট ক্রিকেট। প্রসঙ্গ টেনে গাঙ্গুলী বলেছেন, 'রোহিত টি-২০ ক্রিকেট খেলে না, তাই ২০২৬ সালের টি-২০ বিশ্বকাপে ও খেলবে না। কিন্তু ২০২৭ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় ওয়ানডে বিশ্বকাপের সময় রোহিতের বয়স হবে ৪০। খেলাধুলায় এটা অনেক বড় সংখ্যা। রোহিত দীর্ঘ সময় ধরে ভারতের হয়ে খেলছে। কিন্তু ৪০ বছর বয়সে রোহিত খেলতে পারবে কি না, সেটি নিশ্চিত নয়। তাই আমি মনে করি, এটা খারাপ সিদ্ধান্ত নয়।'

গাঙ্গুলীর দাবি, রোহিতের মতো একই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তিনি নিজেও গিয়েছেন। একই অভিজ্ঞতা রাহুল দ্রাবিড়েরও। নতুন দায়িত্ব পাওয়া গিলও সামনে একই পরিস্থিতিতে পড়বে বলেও ধারণা তাঁর, 'এমনটা সবারই হয়। আমি যখন ওয়ানডে ক্রিকেট থেকে সরে গেলাম, তখন বয়স ৩৭। রাহুল দ্রাবিড়ের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। আমরা সবাই ওয়ানডেতে ১০-১১ হাজারের বেশি রান করেছি। সুতরাং এমনটা সবার ক্ষেত্রেই ঘটে। ১০ বছর পর, শুবমানও ৪০-এর কাছাকাছি এসে ১২-১৩ হাজার রান করলে একই পরিস্থিতির মুখোমুখি হবে। কারণ, খেলাধুলায় সবারই একদিন শেষ করতে হয়, সেটা রজার ফেদেরার, পিট সাম্প্রাস, রাফায়েল নাদাল বা ডিয়েগো ম্যারাডোনা হলেও।'

ভারতের সাবেক অধিনায়ক আরও বলেন, 'সুতরাং শুবমানকে দায়িত্ব দেওয়া ভুল সিদ্ধান্ত নয়। তিনি ইংল্যান্ডে প্রতিভার প্রমাণ রেখেছেন। এই তরুণদের এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আমার মনে হয়, এটা রোহিতের সঙ্গে পরামর্শ করে নেওয়া হয়েছে। ভবিষ্যতের জন্য এটা সঠিক সিদ্ধান্ত। রোহিত খেলতে থাকবেন, আর এ সময়ে একজন তরুণ অধিনায়ককে প্রস্তুত করা হবে।'

রোহিত ও বিরাট কোহলি ২০২৭ সালের বিশ্বকাপ পর্যন্ত খেলতে পারবেন কি নাএই প্রশ্নে গাঙ্গুলী বলেন, 'এটা ওদের ফিটনেস এবং পারফরম্যান্সের ওপর নির্ভর করবে। যে সুযোগ পাবে, তারা ঘরোয়া ক্রিকেট খেলবে। কারণ, ক্রিকেট এমন একটি খেলা, যেখানে নিয়মিত খেলা জরুরি। না খেললে ফর্ম হারিয়ে যায়।'

গিলের নেতৃত্বে ভারত প্রথম ওয়ানডে খেলতে নামবে ১৯ অক্টোবর, পার্থে প্রতিপক্ষ অস্ট্রেলিয়া।

সরেজমিন খাগড়াছড়ি ঃ একদিকে ক্ষোভ-আতঙ্ক, আরেকদিকে নজরদারি

খাগড়াছড়ি (ওয়েবডেস্ক)ঃ একদিকে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর মধ্যে ক্ষোভ, গ্রেফতার আতঙ্কে অনেকে বাড়িছাড়া আবার অন্যদিকে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কড়া নজরদারি। এক মারমা কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগকে কেন্দ্র করে বিক্ষোভ-অবরোধ এবং সহিংসতায় তিন জনের মৃত্যুর ঘটনার দুই সপ্তাহ পর খাগড়াছড়ির গুইমারায় এরকম পরিবেশই দেখা গেছে।

গত ২৩ শে সেপ্টেম্বর পাহাড়ি স্কুলছাত্রী ধর্ষণের অভিযোগকে কেন্দ্র করে খাগড়াছড়ি সদর ও গুইমারা উপজেলায় উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যা কয়েকদিন ধরে চলে।

খাগড়াছড়িতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলেও গুইমারা এলাকায় অবরোধকারীদের সঙ্গে নিরাপত্তা বাহিনী ও স্থানীয় বাঙালিদের মুখোমুখি অবস্থার সৃষ্টি হয়। ২৭শে সেপ্টেম্বর দফায় দফায় সংঘর্ষ হয় এবং ২৮ শে সেপ্টেম্বর গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন তিনজন মারমা যুবক। এছাড়া গুলিতে ও হামলায় আহত হন অনেকেই।

সরেজমিনে খাগড়াছড়ি ও গুইমারা উপজেলা ঘুরে দেখা গেছে, পাহাড়িদের অবরোধ এবং প্রশাসনের ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার করার পর জীবনযাত্রা স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে। যদিও গুইমারা রামসু বাজারে হামলা অগ্নিসংযোগের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত মারমা সম্প্রদায় এবং স্থানীয় পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর মধ্যে ক্ষোভ ও অসন্তোষ আছে।

গুইমারায় উপজেলায় দেখা যায়, সহিংসতার ১০ দিন পরেও সেখানে কড়া পাহারায় যৌথ বাহিনী।

অবরোধ এবং ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার করা হলেও স্থানীয়দের মধ্যে ভয় আতঙ্ক কাজ করছে। গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতেও অনেকের মধ্যে অস্বস্তি দেখা যায়।

২৮ শে সেপ্টেম্বর গুলিতে নিহত থোইচিং মারমার বাবা হোলাচাই মারমার বক্তব্যেও আতঙ্কের বিষয়টি স্পষ্ট হয়। গুলিতে ছেলের মৃত্যুর বিচার নিয়ে তিনি বলেন, কোনো মামলা তিনি করবেন না।

তার ভাষায়, মামলা করলে আরো হয়রানির শিকার হতে হবে। তিনি চান পাহাড়ে আর যেন কোনো পিতা সন্তান হারা না হয়।

ধর্ষণের অভিযোগ নিয়ে মেডিকেল রিপোর্ট প্রকাশের পর ভুক্তভোগীর পরিবার এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্ষোভ হতাশা, গুলিবর্ষণ নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান, ষড়যন্ত্রের অভিযোগ, পাহাড়ি-বাঙালি সংঘাত মিলিয়ে খাগড়াছড়ির সাম্প্রতিক ঘটনা জটিল সমীকরণ তৈরি হয়েছে।

ধর্ষণের অভিযোগ এবং হতাশা

২৩শে সেপ্টেম্বর খাগড়াছড়ি সদরে পাহাড়ি একজন স্কুলছাত্রীকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ সামনে আসে। শিশুটির পরিবারের পক্ষ থেকে বাঙালি তিনজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দিয়ে সদর থানায় মামলা করে।

এ ঘটনাকে কেন্দ্র করেই জেলায় 'জুম্ম ছাত্র জনতা'র ব্যানারে প্রতিবাদ বিক্ষোভ হয়। পরে ঘটনাপ্রবাহ সংঘাতে মোড় নেয়।

এরই মধ্যে ওই স্কুলছাত্রীর শারীরিক পরীক্ষায় 'ধর্ষণের আলামত পাওয়া যায়নি' উল্লেখ করে প্রতিবেদন জমা দেওয়া হয় সিভিল সার্জন কার্যালয়ে। স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা নিজেই 'ধর্ষণের কোনো আলামত পাওয়া যায়নি' বলে ব্রিফিংয়ে উল্লেখ করেন।

এই মেডিকেল রিপোর্ট প্রকাশের বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় পাহাড়ি জনগোষ্ঠী এবং পরিবারের মধ্যে ক্ষোভ ও হতাশা সৃষ্টি হয়েছে।

ওই স্কুল ছাত্রীর বাড়িতে গেলে তার বাবা বলেন, বিরক্ত লাগে, কাজেও যাইতে পারি নাই।

তিনি জানান, মেয়ের কোচিং ও স্কুলে যাওয়া আপাতত বন্ধ। ওই দিনের কথা কেউ বললে সে কান্নাকাটি করে।

মেডিকেল রিপোর্টে ধর্ষণের আলামত না পাওয়ার যে খবর জানা যাচ্ছে, সে প্রসঙ্গে মেয়েটির বাবা বলেন, রিপোর্টটা এখন নেগেটিভ যখন পাইছে আমাদের আর করার কিছু নাই। বিচার তো সবই প্রশাসনের উপরে। আমরা তো বিচার চাইছিলাম, না দিলে আমার করার কিছু নাই।

মেয়েকে উদ্ধারের পর গোসল করিয়ে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছিল উল্লেখ করে ভুক্তভোগীর পিতা বলেন, এটা ভুল হইছে আরকি। আমরা জানি না তো এইগুলো।

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও নারী উন্নয়নকর্মী শেফালিকা ত্রিপুরা পাহাড়ে ধর্ষণের অভিযোগের তদন্ত, বিচার এবং নারীর নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

তিনি বলেন, কখনো আমরা সুষ্ঠুভাবে তদন্ত করে ন্যায়বিচার পাচ্ছি না। ইভটিজিংয়ের কমিটি বা কোর্টে আমরা ন্যায়বিচার পাচ্ছি না। সবসময় পজিটিভ (ডাক্তারি পরীক্ষা) খুব কম পাওয়া যাচ্ছে। এইটাও সন্ধ্যায় হয়েছে। সকালে মেয়েটাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, কোর্টেও হাজির করা হয়েছে। তারপরও নেগেটিভ।

এবারের ভিকটিমের ডাক্তারি পরীক্ষার আলামত নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা করেছিলেন বলেও জানান শেফালিকা ত্রিপুরা।

তারা যখন বলছে গোসল করানো হইছে, আমি বললাম যে আপনারা তো গোসল করাইয়া ভুল করছেন। গোসল না করাইয়া থাকতেন, তাহলে এটা আলামতের বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারতো।

আমি বলছিলাম যে যেহেতু গোছল করিয়েছেন কাপড়-চোপড় কোথায় এখন। বলে যে থানায়, তাও ভিজা। আমি বললাম যে আমাদের মধ্যে যদি একটু সন্দিহান থাকে তাহলে আপনারা আবেদন করতে পারেন বাদীর পক্ষ থেকে ওয়ানস্টপ ক্রাইসিস সেন্টারে নিয়ে যাবার জন্য চিটাগং মেডিকেলে। ওইখানে ১৬ দিন পরেও তাদের টেস্টে আলামত পাওয়া যায়।

আরএমওকে (সরকারি হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসক) বললাম যে আপনারা ওকে করে দিলে তারা নিয়ে যেতে পারে। তারা নিয়ে যায় নাই, বলেন শেফালিকা ত্রিপুরা।

খাগড়াছড়ি জেলার পুলিশ সুপার মো. আরেফিন জুয়েল বিবিসি বাংলাকে বলেন, গত এক বছরে খাগড়ছড়িতে ৩৫টি ধর্ষণের অভিযোগ এসেছে। এর মধ্যে ২৮টি বাঙালিদের মধ্যে। আর চারটি পাহাড়িদের বিরুদ্ধে পাহাড়িদের এবং চারটি বাঙালিদের বিরুদ্ধে পাহাড়িদের অভিযোগ।

অন্যগুলো নিয়ে কিন্তু কথা হচ্ছে না, এটা একটা বিষয়, বলেন তিনি। তদন্তে সময় লাগে বলেও উল্লেখ করেন পুলিশ সুপার।

সবশেষ ঘটনার তদন্তের বিষয়ে পুলিশ সুপার বলেন, মেডিকেল রিপোর্টের বাইরে আমরা ডিএনএ স্যাম্পল নেওয়া আছে। সেটা আমরা ঢাকা সিআইডিতে অলরেডি প্রেরণ করেছি। এর বাইরে যেটা হতে পারে যে অভিযুক্ত তারও আমরা ডিএনএ স্যাম্পল কালেকশন করে বিজ্ঞ আদালতের অনুমতি নিয়ে পরীক্ষা করবো। পাশাপাশি সারকামস্টেনশিয়াল এভিডেন্স যেগুলো আছে, সেগুলো নিয়ে আমরা চেষ্টা করছি। আমাদের তদন্ত সর্বোচ্চ পর্যায়ে আমরা চেষ্টা করছি ফাইন্ড আউট করার।

তিনজনের মধ্যে অজ্ঞাত বাকি দুজন অভিযুক্তকে আটকের ব্যাপারে কোনো তথ্য প্রমাণ নেই, তবে চেষ্টা অব্যাহত আছে বলে দাবি করেন খাগড়াছড়ি পুলিশ সুপার মো. আরেফিন জুয়েল।

গুইমারায় গুলিবর্ষণ নিয়ে কে কী বলছে?

ধর্ষণের অভিযোগে একজনকে আটকের পর অন্যান্য অভিযুক্তদের আটক এবং শাস্তির দাবিতে আন্দোলন শুরু হলে ২৭শে সেপ্টেম্বরের খাগড়াছড়ি শহরে এক পর্যায়ে পাহাড়ি-বাঙালি মুখোমুখী অবস্থার সৃষ্টি হয়।

ওইদিন স্বনির্ভর বাজারে বাঙালি বেশকটি দোকানে ভাঙচুর হয়। তবে সবচেয়ে ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় ২৮শে সেপ্টেম্বর গুইমারা উপজেলায়। সেখানে ১৪৪ ধারা ভেঙে পাহাড়িদের প্রতিবাদ বিক্ষোভ প্রাণঘাতী সংঘাতে রূপ নেয়। সেনাবাহিনী ও পাহাড়িদের মধ্যে ধাওয়া পাল্টা-ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। একপর্যায়ে গুইমারায় মারমা অধ্যুষিত রামসু বাজারে হামলা-অগ্নিসংযোগে পুড়ে ছাই হয়ে যায় অর্ধশতাধিক দোকানপাট ও ৩০টির মতো বসতঘর। হলুদ গুদামসহ, সরকারি অফিসেও হামলার শিকার হয়।

সেদিন গুইমারায় গুলিতে তিনজন মারমা যুবক নিহত হন এবং গুলিবিদ্ধসহ আহত হয় প্রায় ২০ জন। একই দিনে সেনাবাহিনী ও পুলিশের ১৫জনের মতো সদস্য আহত হন।

গুইমারায় গুলিবর্ষণ নিয়ে পাল্টাপাল্টি অবস্থান এবং ভিন্ন ভিন্ন বক্তব্য আসছে। ওই ঘটনার পর পাহাড়ি সংগঠনগুলোর বিবৃতি, পুলিশ সেনাবাহিনী ও স্থানীয়দের বক্তব্যে একটি সশস্ত্র গ্রুপের গুলিবর্ষণ করার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

পাহাড়িদের অভিযোগ, সেনাবাহিনীর দিক থেকেই বিক্ষুব্ধ পাহাড়িদের লক্ষ্য করে গুলি ছোড়া হয়। ইউপিডিএফএ'র একটি বিবৃতিতে দাবি করা হয়, সেনাসৃষ্ট ঠ্যাঙাড়ে সন্ত্রাসীদের একটি সশস্ত্র দলকে সেখানে আনা হয়। এক পর্যায়ে সেনাবাহিনী ও ঠেঙাড়েরা বিক্ষুব্ধ ছাত্র জনতার ওপর নির্বিচার গুলি চালায়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি এক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। জেএসএস খাগড়াছড়ির ঘটনায় পার্বত্য সংগঠন ইউপিডিএফ এর উসকানি রয়েছে বলে অভিযোগ করেছে।

একই সঙ্গে প্রত্যক্ষদর্শীর বরাত দিয়ে তাদের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, ২৮শে সেপ্টেম্বর গুইমারায় উভয়পক্ষের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার সময় দুপুর প্রায় ১টার দিকে সেনাবাহিনী ও মুখোশপরা দুস্কৃতকারীরা একসঙ্গে অবরোধ পালনকারী জুম্ম ছাত্র-জনতার ওপর গুলি চালায়।

তবে খাগড়াছড়ির গুইমারায় গুলির ঘটনায় আন্তবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর আইএসপিআর যে বিবৃতি প্রকাশ করে, সেখানে দাবি করা হয় যে, সংঘর্ষ চলাকালীন আনুমানিক ১১.৩০ ঘটিকার দিকে রামসু বাজারের পশ্চিম দিকে অবস্থিত উচুঁ পাহাড় থেকে ইউপিডিএফ (মূল) সশস্ত্র দলের সদস্যরা ৪৫ বার অটোমেটিক অস্ত্র দিয়ে সংঘর্ষে লিপ্ত পাহাড়ি বাঙালি এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ব্যস্ত সেনাসদস্যদের লক্ষ্য করে আনুমানিক ১০০-১৫০ রাউন্ড গুলিবর্ষণ করে। এতে ঘটনাস্থলে সংঘর্ষে লিপ্ত এলাকাবাসীর মধ্যে অনেক গুলিবিদ্ধ হয়।

গুইমারায় কাদের ছোড়া গুলিতে তিনজন পাহাড়ি নিহত হলেন- এ প্রশ্নে খাগড়াছড়ি জেলার পুলিশ সুপার মো. আরেফিন জুয়েল বলেন, তারা সংঘর্ষের সময় গুলিবর্ষণ করেননি।

আমাদের পক্ষ থেকে আমরা যখন মুখোমুখী হয়েছি, তখন আমরা সাউন্ড গ্রেনেড ছুড়েছি এবং আমরা কিন্তু সাউন্ড গ্রেনেড ওখানে ব্যবহার করেছি। গুলির বিষয়টা আসলে আমরা এখানে পাহাড়ি বাঙালি যখন লেগে গেছে আমাদের মনে হয়েছে যে দূর পাহাড় থেকে কোথাও থেকে হতে পারে। আসলে তদন্তে এ বিষয়গুলো আসবে।

পাহাড়ের পেছন থেকে অনেক গোলাগুলি হয়েছে। আমাদের কাছে যে তথ্য আছে যে সশস্ত্র সংগঠন থেকে অনেক লোকজন এসেছিল বিশৃঙ্খলা করেছে। এটা প্রাথমিক পর্যায়ে আছে আসলে তদন্ত শেষে আমরা বলতে পারবো তারা কীভাবে মারা গেল এবং কাদের গুলিতে।

গুলির বিষয়টি নিয়ে খাগড়াছড়ির পুলিশ সুপার বিবিসিকে বলেছেন, খাগড়াছড়ি ও গুইমারার সংঘর্ষের ঘটনায় পুলিশ বাদী হয়ে চারটি মামলা হয়েছে গুইমারা থানায় হত্যা মামলা তদন্তের মাধ্যমেই গুলিতে মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যাবে।

যদিও এ তদন্ত কতটা নিরপেক্ষ এবং সুষ্ঠু হবে তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে পাহাড়িদের।

এদিকে স্কুলছাত্রীর ধর্ষণের অভিযোগকে কেন্দ্র করে খাগড়াছড়িতে এ দফায় যেভাবে অবরোধ ও সহিংসতা হয়েছে সেটিকে 'পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র' হিসেবেও দেখা হচ্ছে। এবার ঘটনায় উল্লেখযোগ্য হলো দুটি দিকের একটি হলো স্বনির্ভর বাজার এবং গুইমারাতে পাহাড়ি ও বাঙালিদের ওপর হামলার এলাকাগুলোয় এর আগে কখনও সংঘাতের নজির নেই।

আরেকটি হলো এবার হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত বাঙালিদের অধিকাংশই হিন্দু সম্প্রদায়ের।

এছাড়া আন্দোলন যেভাবে সংগঠিত হয়েছে এবং সহিংস হয়েছে, সেটি নিয়েও সন্দেহ অনেকের।

খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসন জানিয়েছে, ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন এবং পাহাড়ি বাঙালি সম্প্রীতি বজায় রাখার বিষয়ে তারা তৎপর রয়েছেন।

JATIO KHOBOR BANGLA DAINIK
জাতীয় খবর
রাঁচি শনিবার 8
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
11:10:2025

দেশের দশের কথা

রাজনীতির তোলপাড়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ও গেন্ডারিয়ায় শরৎ উৎসবে বাধা কেন?

দাবা : প্রায় দুই দশক ধরে প্রতি বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের বকুল তলায় 'শরৎ উৎসব আয়োজন করে থাকে 'সত্তেন সেন শিল্পীগোষ্ঠী' নামে একটি সংগঠন। এবারো একই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হলেও শেষ পর্যন্ত অনুমতি বাতিল করে দেয় চারুকলা অনুষদ। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় অনুমতি বাতিলের পর ওই সাংস্কৃতিক সংগঠনটি পরে পুরানো ঢাকার গেন্ডারিয়ায় কচিকাঁচার মেলা স্কুলে আয়োজন করার ঘোষণা দেয়। সেখানেও 'অনুমতি না থাকার' কথা জানিয়ে পুলিসের পক্ষ থেকে অনুষ্ঠানটি না করতে বলা হয়। পরে অবশ্য গেন্ডারিয়াতে ভাটীয় সংগীত পরিবেশন, শিশুদের চিত্রাঙ্কন এবং প্রয়াত সংগীতশিল্পী ফরিদা পারভীনের স্মৃতির প্রতি এক মিনিট দাঁড়িয়ে নীরবতা পালনের মধ্য দিয়ে আয়োজনটি করা হয়েছে সংক্ষিপ্তভাবে। সত্তেন সেন শিল্পী গোষ্ঠীর সাধারণ সম্পাদক মানভার চৌধুরী বলেন, আমরা ১৯ বছর ধরে এই উৎসবটি পালন করে আসছি। কিন্তু এবার দুটি জায়গা থেকেই আমাদের ওপর বাধা এসেছে। ওয়ারী জোনের পুলিশের উপ-কমিশনার মো. হারুন অর রশীদ বলেছেন, আগে থেকে অনুমতি না নিয়ে সেখানে অনুষ্ঠানটি আয়োজন করার কারণেই সেখানে বাধা এসেছে।

নোবেল শান্তি পুরস্কার পেলেন ভেনেজুয়েলার মারিয়া কোরিনা মাচাদো

নরওয়ে ঃ ২০২৫ সালের নোবেল শান্তি পুরস্কার পেয়েছেন ভেনেজুয়েলার মারিয়া কোরিনা মাচাদো।

গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের জন্য দীর্ঘদিনের সংগ্রামের স্বীকৃতি হিসেবে ভেনেজুয়েলার এই রাজনীতিককে এ বছরের নোবেল শান্তি পুরস্কার দেওয়া হয়।

বৃহস্পতিবার বেলা তিনটায় নোবেল কমিটির চেয়ারম্যান ইয়রগেন ওয়াটনে ফ্রিডনেস সাংবাদিকদের সামনে তার নাম ঘোষণা করেন।

তিনি শুরুতেই বলেন, এই পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে একজন সাহসী এবং নিবেদিতপ্রাণ শান্তির চ্যাম্পিয়নকে, একজন নারীকে যিনি অন্ধকারের মধ্যে গণতন্ত্রের শিখা জ্বলিয়ে রেখেছেন।

নোবেল প্রাইজ কমিটির তথ্য অনুযায়ী, আলফ্রেড নোবেলের উইলে উল্লেখিত শান্তি পুরস্কার প্রার্থী নির্বাচনের তিনটি শর্তই পূরণ করেছেন মাচাদো।

তিনি দেশের বিরোধী দলগুলোকে একত্রিত করেছেন, ভেনেজুয়েলার সমাজের সামরিকীকরণের বিরুদ্ধে তিনি কখনো ছাড় দেননি, শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক রূপান্তরের পক্ষে তিনি দৃঢ় সমর্থন দেখিয়েছেন, বলছে নোবেল কমিটি।

মারিয়া কোরিনা মাচাদো বলেছেন, এই বছর নোবেল শান্তি পুরস্কার পেয়েছেন শুনে তিনি অবাক ও হতবাক হয়ে গেছেন।

এবার ডোনাল্ড ট্রাম্প পুরস্কার পেতে পারেন বলে গুঞ্জন উঠেছিলো। আবার ডোনাল্ড ট্রাম্প নিজেই যে নোবেল শান্তি পুরস্কার চেয়েছেন সেটাও কোনো গোপন বিষয় নয়। ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু সেই অল্প কয়েকজন বিশ্বনেতার একজন, যারা মার্কিন প্রেসিডেন্টকে এই পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন দিয়েছিলেন।

কিন্তু, ট্রাম্পকে হয়তো আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে।

কারণ এই বছরের পুরস্কারের মনোনয়ন জানুয়ারিতেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, ঠিক তখনই যখন তার দ্বিতীয় মেয়াদ ওভাল অফিসে শুরু হচ্ছিল।

নোবেল পুরস্কার কমিটি বলেছে, মাচাদো দেখিয়েছেন যে গণতন্ত্র ও শান্তির পন্থা এক।

তিনি এমন এক ভবিষ্যতের আশা ব্যক্ত করেন, যেখানে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার সুরক্ষিত থাকবে এবং তাদের কণ্ঠস্বর শোনা যাবে। এই মানুষ শেষ পর্যন্ত শান্তিতে বাঁচার স্বাধীনতা পাবে।

মাচাদো সাম্প্রতিক সময়ে লাতিন আমেরিকায় সাহসিকতার এক অনন্য উদাহরণ হিসেবে আবির্ভূত হন উল্লেখ করে কমিটির চেয়ারম্যান বলেছেন, গুরুত্বপূর্ণ ঐক্যের প্রতীক হিসেবে কাজ করেছেন মাচাদো।

নোবেল কমিটি এক্স পোস্টে জানিয়েছে, ভেনেজুয়েলার জনগণের জন্য গণতান্ত্রিক অধিকার প্রচারে তার অবদানের জন্য এবং শান্তিপূর্ণভাবে একনায়কতন্ত্র থেকে গণতন্ত্রে রূপান্তর আনতে তার সংগ্রামের জন্য এই পুরস্কার দেওয়া হয়।

নোবেল কমিটির চেয়ারম্যান ইয়রগেন ওয়াটনে ফ্রিডনেসআরো বলেন, গত বছর, মাচাদোকে লুকিয়ে থাকতে হয়েছিল। তার জীবনের ওপর গুরুতর হুমকি সত্ত্বেও তিনি দেশে থেকেছেন, এই সিদ্ধান্ত লাখ লাখ মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছে।

তিনি আরও বলেন, মাচাদো ২০ বছরেরও বেশি আগে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন, অর্থাৎ বন্দুকের বদলে ব্যালটকে বেছে নিয়েছিলেন।

এটাই গণতন্ত্রের মূল চেতনা, আমাদের ভিন্নমত থাকলেও জনগণের শাসনের নীতিকে রক্ষা করার যৌথ ইচ্ছা। যখন গণতন্ত্র হুমকির মুখে, তখন এই যৌথ ভিত্তিকে রক্ষা করা আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

ইয়রগেন ওয়াটনে ফ্রিডনেস ব্যাখ্যা করছেন ভেনেজুয়েলার পরিস্থিতি কেমন। তিনি বলছেন যে সেখানে গণতন্ত্রের পক্ষে কাজ করা অত্যন্ত বিপজ্জনক।

মাচাদো বিচারিক স্বাধীনতা, মানবাধিকার এবং জনগণের প্রতিনিধিত্বের পক্ষে কথা বলেছেন। তিনি বহু বছর ধরে ভেনেজুয়েলার জনগণের স্বাধীনতার জন্য কাজ করে যাচ্ছেন।

মাচাদোর প্রতিক্রিয়া

মারিয়া কোরিনা মাচাদো বলেছেন, এই বছর তিনি নোবেল শান্তি পুরস্কার পেয়েছেন শুনে অবাক ও হতবাক হয়ে গেছেন।

তার প্রেস টিম থেকে এএফপি সংবাদ সংস্থায় পাঠানো এক ভিডিওতে দেখা যায় মাচাদো তার দলের এডমুন্ডো গনজালেজকে বলছেন, আমি হতবাক!

ভেনেজুয়েলায় লুকিয়ে থাকা ৫৮ বছর বয়সী মাচাদো বিস্মিত হয়ে বলেন, এটা কি হলো! আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না।

এই ভিডিওটি গনজালেজের এক্স অ্যাকাউন্টেও পোস্ট করা হয়েছে।

মারিয়া কোরিনা মাচাদো ২০২৪ সালের অগাস্ট থেকে আত্মগোপনে আছেন। ওই বছরের জুলাইয়ের নির্বাচনের পর থেকেই ভেনেজুয়েলার এই বিরোধী নেতা প্রকাশ্যে আর দেখা দেননি।

তাকে গত বছরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অংশ নিতে নিষিদ্ধ করা হয়, যে নির্বাচনটি আন্তর্জাতিকভাবে অবাধ বা সুষ্ঠু হিসেবে স্বীকৃতি পায়নি।

জানুয়ারিতে মাদুরোর শপথ গ্রহণের আগে এক বিক্ষোভে মাচাদোকে সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য দেখা গিয়েছিল। সেদিন তাকে স্বল্প সময়ের জন্য গ্রেফতার করা হয়, পরে ছেড়ে দেওয়া হয়।

নোবেল কমিটির চেয়ারম্যান ব্যাখ্যা করেন, মাচাদো এখনো ভেনেজুয়েলায় সক্রিয় আছেন এবং ভবিষ্যতেও থাকবেন। তাই নোবেল কমিটি মনে করেছে, এই পুরস্কার তার সংগ্রামকে সমর্থন করবে, কোনোভাবেই সীমাবদ্ধ করবে না।

ডিসেম্বর মাসে ওসলোতে পুরস্কার প্রদানের অনুষ্ঠানে তারা মাচাদোকে উপস্থিত থাকার আশা করছেন কি না– এমন প্রশ্নে ফ্রিডনেস বলেন, আমরা অবশ্যই চাইব তিনি আসুন। কিন্তু আমরা জানি নিরাপত্তা পরিস্থিতি খুবই জটিল।

ট্রাম্পের চাপে ছিল নোবেল কমিটি?

নরওয়ের নোবেল কমিটির জন্য এবারে শান্তি পুরস্কারের সিদ্ধান্ত নেওয়া বেশ কঠিন ছিল বলে জানিয়েছেন বিবিসির সংবাদদাতা মার্ক লোয়েন।

কেননা কমিটি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পক্ষ থেকে বেশ চাপের মুখে ছিল।

এবার জাতিসংঘে বক্তব্য রাখার সময় ট্রাম্প বলেছিলেন, তিনি সাতটি যুদ্ধ বন্ধ করেছেন এবং সবাই বলছে আমার নোবেল শান্তি পুরস্কার পাওয়া উচিত।

তার দিক থেকে চাপ ছিল কি না এ কথা যদিও নোবেল কমিটি কখনোই প্রকাশ করবে না, তবে তারা শেষ পর্যন্ত বেশ সচেতনভাবেই পুরস্কারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

ট্রাম্প প্রশাসন ভেনেজুয়েলার বিরোধী দলকে সমর্থন করে। সেক্ষেত্রে নোবেল কমিটি এমন একজনকে বেছে নিয়েছে, যিনি ট্রাম্প প্রশাসনের রোষ অথবা প্রতিশোধকে উসকে দেবে না।

নোবেল শান্তি পুরস্কার কমিটির চেয়ারম্যান ইওরগেন ওয়াতনে ফ্রিডনেস–এর কাছে একজন সাংবাদিক জানতে চান, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কিছু অংশ থেকে ট্রাম্পকে নোবেল শান্তি পুরস্কার দেওয়ার জন্য যে চাপ ছিল, সেই চাপ কি কমিটির সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় কোনো প্রভাব ফেলেছে?

এর জবাবে ফ্রিডনেস বলেন, নোবেল শান্তি পুরস্কারের দীর্ঘ ইতিহাসে আমরা সব সময়ই এমন নানা প্রচারণা ও মিডিয়ার চাপ দেখেছি। প্রতিবছর আমরা হাজার হাজার চিঠি পাই, যেখানে মানুষ জানায়, তাদের দৃষ্টিতে শান্তির জন্য কোন কাজগুলো গুরুত্বপূর্ণ।

তিনি শেষে বলেন, আমাদের সিদ্ধান্ত শুধু আলফ্রেড নোবেলের ইচ্ছা ও আদর্শের ওপরই ভিত্তি করে নেওয়া হয়।

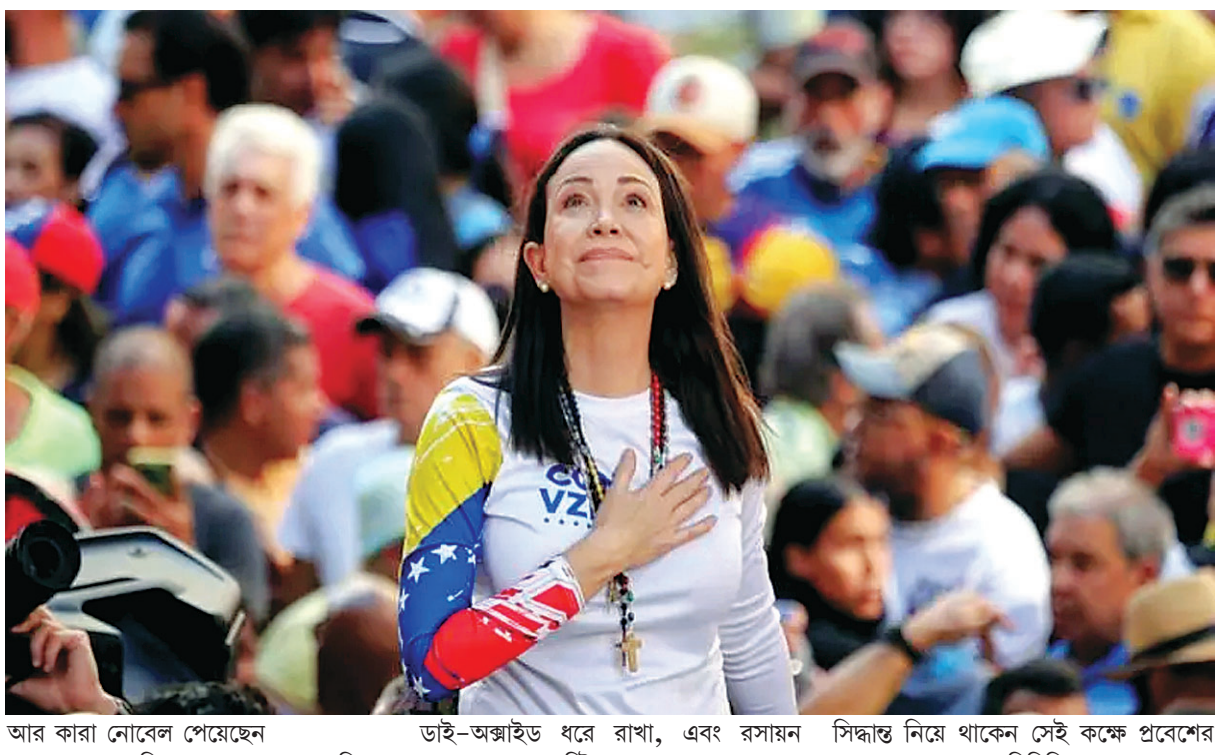

আর কারা নোবেল পেয়েছেন

গত বছর শান্তিতে নোবেল পেয়েছিলো নিহন হিদানকিয়ো,এটি মূলত ১৯৪৫ সালে জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে পারমানবিক বোমার আঘাতে বেঁচে থাকা ব্যক্তিদের একটি সংস্থা।

১৯৫৬ সালে প্রতিষ্ঠিত এই সংস্থাটি হিবাকুশা নামেও পরিচিত। পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার কতোটা ভয়াবহ হতে পারে বেঁচে থাকা ব্যক্তিরা বিশ্বজুড়ে বার্তা দিয়েছেন।

এভাবে বিশ্বকে পারমাণবিক অস্ত্রমুক্ত করার প্রচেষ্টার জন্য ২০২৪ সালে তারা নরওয়ের নোবেল কমিটির স্বীকৃতি পেয়েছিলেন।

এছাড়া এ বছর সাহিত্যসহ আরো চারটি ক্যাটাগরিতে বিষয়ে নোবেল পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। এরমধ্যে সাহিত্যে নোবেল পেয়েছেন হাঙ্গেরীয় লেখক লাসলো ক্রাসনাহরকাই।

শারীরবিদ্যা বা চিকিৎসা বিষয়ে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে জাপানের শিমন সাকাগুচি, মার্কিন গবেষক মেরি ব্রানকাও ও ফ্রেড রামসডেল। তাদের গবেষণা বর্তমানে অটোইমিউন রোগ ও ক্যান্সারের নতুন চিকিৎসা পদ্ধতি তৈরি করতে ব্যবহার করা হচ্ছে।

মেটাল অর্গানিক ফ্রেমওয়ার্ক তৈরির গবেষণার জন্য রসায়নে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন সাসুমু কিতাগাওয়া, রিচার্ড রবসন এবং ওমর ইয়াগি। এই তিন বিজ্ঞানীর কাজ আমাদের গ্রহের সবচেয়ে বড় কিছু সমস্যার সমাধানে সহায়ক হতে পারে।

যেমন জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় কার্বন ডাই–অক্সাইড ধরে রাখা, এবং রসায়ন ব্যবহার করে প্লাস্টিক দূষণ কমানো।

আর পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন জন ক্লার্ক, মিশেল এইচ. ডেভোরে ও জন এম. মার্টিনিস, বৈদ্যুতিক সার্কিটে বৃহৎ মাত্রার কোয়ান্টাম টানেলিং ও শক্তির পরিমিত বিভাজন আবিষ্কারের জন্য তারা এই পুরস্কার পান।

নোবেল কমিটির মতে, এই বছর ৩৩৮ জন প্রার্থী পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছেন। এর মধ্যে ২৪৪ জন ব্যক্তি এবং ৯৪টি প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

রাশিয়ান বিরোধী নেতা প্রয়াত আলেক্সেই নাভালনির স্ত্রী ইউলিয়া নাভালনায়া এবং ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি এই প্রার্থীদের মধ্যে থাকতে পারে বলে গুঞ্জন আছে।

গত বছর মনোনীত প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ২৮৬ জন। ২০১৬ সালে এই পুরস্কারের সর্বোচ্চ মনোনীত প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ৩৭৬ জন।

কীভাবে নোবেল দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়

১৯০১ সালের পর থেকে প্রতি বছর নোবেল কমিটির সদস্যরা গোপনে একত্রিত হয়ে এই পুরস্কারের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন।

তবে তারা কখন এই আলোচনা করেন সেটা প্রকাশ করেন না, আর তাদের চূড়ান্ত বৈঠকের বিষয়টি এখন পর্যন্ত সাংবাদিকরাও জানতে পারেনি।

নোবেল কমিটির সদস্যরা যে কক্ষে বসে বিশ্বের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ এই পুরস্কারের সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন সেই কক্ষে প্রবেশের অনুমোদন পেয়েছে বিবিসি।

নরওয়ের জাতীয় সম্প্রচার সংস্থার সঙ্গে মিলে বিবিসি পর্দার আড়ালের এই প্রক্রিয়া এক নজরে দেখার সুযোগ পেয়েছে, যা নোবেল পুরস্কারের ১২৫ বছরের ইতিহাসে এবারই প্রথম।

আমরা আলোচনা করি, তর্ক করি, খুব উত্তপ্ত অবস্থা থাকে, বিবিসিকে জানান, নোবেল কমিটির চেয়ারম্যান ইয়রগেন ওয়াটনে ফ্রিডনেস।

কিন্তু অবশ্যই আমরা ভদ্র এবং আমরা প্রতি বছর একমত হয়ে সিদ্ধান্ত নিতে চেষ্টা করি।

এই কমিটির সদস্য কারা হবেন সেটা ঠিক করে দেন নরওয়ের পার্লামেন্ট সদস্যরা। সাধারণত অবসরপ্রাপ্ত পার্লামেন্ট সদস্যরাই কমিটির সদস্য হন।

নরওয়ের নোবেল কমিটি কাদের এই পুরস্কারের জন্য মনোনীত করেন তা আগেভাগে জানার উপায় নেই।

কারণ এই তথ্য কঠোরভাবে গোপন রাখা হয়, যা ৫০ বছর পর্যন্ত প্রকাশ করা হয় না।

প্রতিটি নোবেল পুরস্কারে থাকে একটি মেডেল, একটি ব্যক্তিগত সনদপত্র (ডিপ্লোমা) এবং একটি নগদ অর্থ পুরস্কার।

এ বছর প্রতিটি পুরস্কারের অর্থমূল্য হবে ১১ মিলিয়ন সুইডিশ ক্রোনা বা ১১ লাখ ৫৬ হাজার ৩৯৫ মার্কিন ডলার।

এর মানে হলো, যদি একজন ব্যক্তি পুরস্কার পান, তিনি পুরো টাকাটাই পাবেন। কিন্তু যদি কোনো বিজ্ঞানীর দল পুরস্কার পায়, তাহলে তারা সেই টাকাটা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেবেন।

গাজা যুদ্ধবিরতি চুক্তি নিয়ে যেসব প্রশ্ন এখনো রয়ে গেছে

জেরুজালেম । মিশরে তিন দিন ধরে পর্দার আড়ালে চলা নিবিড় আলোচনার পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, ইসরায়েল এবং হামাস তার প্রস্তাবিত ২০–দফা শান্তি পরিকল্পনার প্রথম ধাপে সম্মত হয়েছে।

সামাজিক মাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে তিনি বলেন, এর অর্থ, সব জিম্মিকে খুব দ্রুত মুক্তি দেওয়া হবে। একইসাথে, একটি শক্তিশালী, টেকসই ও চিরস্থায়ী শান্তির পথে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে ইসরায়েল তাদের সৈন্যদের একটি নির্দিষ্ট সীমানায় ফিরিয়ে আনবে।

তবে এই প্রথম ধাপের বিস্তারিত বিবরণ তিনি দেননি।

এই সমঝোতা এমন এক সময়ে হলো, যখন ২০২৩ সালের ৭ই অক্টোবর দক্ষিণ ইসরায়েলে হামাসের চালানো হামলার দুই বছর দুই দিন পূর্ণ হয়েছে। ওই হামলায় প্রায় ১,২০০ মানুষ নিহত এবং ২৫১ জনকে জিম্মি করা হয়েছিল।

এরপর ইসরায়েল গাজায় ব্যাপক সামরিক অভিযান শুরু করে। গাজার হামাস–পরিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্যমতে, এই অভিযানে ৬৭, ১০০ জনের বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোও এই সংখ্যাকে নির্ভরযোগ্য বলে মনে করে।

ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর দফতর এক বিবৃতিতে নিশ্চিত করেছে যে, শুক্রবার সকালেই ইসরায়েলি মন্ত্রিসভা এই যুদ্ধবিরতি ও জিম্মি মুক্তি পরিকল্পনা অনুমোদন করেছে।

দেখে নেওয়া যাক এই চুক্তি সম্পর্কে এখন পর্যন্ত যা জানা গেছে

চুক্তিটি ইসরায়েলের মন্ত্রিসভায় আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদিত হওয়ায় এখন একটি যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার কথা। তবে বিভিন্ন খবরে জানা যাচ্ছে, রাতের বেলাতেও গাজার কিছু অংশে ইসরায়েলি বিমান হামলা চলেছে।

ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের একজন মুখপাত্র জানিয়েছেন, সামরিক বাহিনী এমন একটি রেখায় ফিরে আসবে যার ফলে গাজার ৫৩ শতাংশ এলাকা তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকবে। গত সপ্তাহে হোয়াইট হাউসের প্রকাশিত একটি মানচিত্র অনুযায়ী, এটি ইসরায়েলি সেনা প্রত্যাহারের তিনটি ধাপের মধ্যে প্রথম।

বৃহস্পতিবার ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী জানায়, নতুন (সেনা) মোতায়েন লাইনে (নির্ধারিত এলাকায়) সরে যাওয়ার প্রস্তুতি চলছে।

এরপরই ৭২ ঘণ্টার একটি গণনা শুরু হবে। এই সময়ের মধ্যে হামাসকে জীবিত বলে ধারণা করা ২০ জন জিম্মিকে মুক্তি দিতে হবে। এর পরপরই মৃত ২৮ জন জিম্মির দেহাবশেষ ফেরত দেওয়ার কথা, যদিও এই প্রক্রিয়া শেষ হতে কতদিন লাগবে তা স্পষ্ট নয়।

একটি ফিলিস্তিনি সূত্র বিবিসিকে জানিয়েছে, এর বিনিময়ে ইসরায়েলও তাদের কারাগার থেকে প্রায় ২৫০ জন ফিলিস্তিনি বন্দিকে মুক্তি দেবে, যারা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত।

এছাড়া গাজা থেকে আটক আরও ১,৭০০ জনকে ছাড়া হবে।

বন্দিদের পরিচয় এখনো প্রকাশ করা হয়নি, তবে হামাসের জমা দেওয়া তালিকায় এমন সব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের নাম ছিল, যারা প্রাণঘাতী জন্য একাধিক যাবজ্জীবন দণ্ড ভোগ করছেন।

তবে ইসরায়েলি মুখপাত্র নিশ্চিত করেছেন, সবচেয়ে পরিচিত বন্দিদের একজন, মারওয়ান বারঘুতি, এই আদান–প্রদানের আওতায় মুক্তি পাচ্ছেন না।

ট্রাম্পের পরিকল্পনা অনুযায়ী, প্রতিটি ইসরায়েলি জিম্মির দেহাবশেষের বিনিময়ে ১৫ জন গাজাবাসীর মৃতদেহ ফেরত দেবে ইসরায়েল।

একইসাথে, শত শত ত্রাণবাহী ট্রাক গাজায় প্রবেশ শুরু করবে। উল্লেখ্য, গত আগস্ট মাসেই জাতিসংঘ–সমর্থিত বিশেষজ্ঞরা গাজায় দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি নিশ্চিত করেছিলেন।

ট্রাম্পের পরিকল্পনায় প্রতিদিন ৬০০ ট্রাক ত্রাণ পাঠানোর কথা থাকলেও ফিলিস্তিনি সূত্র বলছে, শুরুতে দৈনিক অন্তত ৪০০ ট্রাক ত্রাণ ঢুকবে এবং পর্যায়ক্রমে এ সংখ্যা বাড়ানো হবে।

একজন সিনিয়র মার্কিন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, মার্কিন সামরিক বাহিনীর তত্ত্বাবধানে প্রায় ২০০ সেনার একটি বহুজাতিক বাহিনী যুদ্ধবিরতি পর্যবেক্ষণ করবে, যাতে মিশর, কাতার, তুরস্ক এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের সৈন্য থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

ওই কর্মকর্তার ভাষায়, তাদের কাজ হবে যুদ্ধবিরতি তদারকি ও পর্যবেক্ষণ করা এবং কোনো পক্ষ যেন তা লঙ্ঘন না করে, তা নিশ্চিত করা।

আরেকজন সিনিয়র মার্কিন কর্মকর্তা নিশ্চিত করেছেন, গাজার মাটিতে যুক্তরাষ্ট্রের কোনো সেনা মোতায়েন করা হবে না।

এরপর কী হতে পারে?

চুক্তির প্রথম ধাপ সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে পরবর্তী ধাপগুলো নিয়ে আলোচনা শুরু হবে। তবে সেই পথ খুব একটা সহজ হবে না, কারণ সেখানে অনেক বিতর্কিত বিষয় রয়েছে।

প্রস্তাবনা অনুযায়ী, উভয় পক্ষ রাজি থাকলে যুদ্ধ অবিলম্বে শেষ হয়ে যাবে। গাজাকে সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণ করা হবে এবং সেখানকার সব সামরিক ও সন্ত্রাসী অবকাঠামো ধ্বংস করা হবে।

গাজার শাসনভার সাময়িকভাবে ফিলিস্তিনি টেকনোক্র্যাটদের একটি অন্তর্বর্তীকালীন কমিটির হাতে দেওয়া হবে। এই কমিটির কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করবে একটি 'শান্তি বোর্ড', যার নেতৃত্বে থাকবেন ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং বোর্ডে আরও থাকবেন সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার।

সংস্কারের পর গাজার শাসনভার ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের (পিএ) কাছে হস্তান্তর করা হবে।

পরিকল্পনা অনুযায়ী, গাজার শাসনে হামাসের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনো ভূমিকাই থাকবে না। হামাস সদস্যদের জন্য দুটি পথ খোলা থাকবে– হয় তারা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সাধারণ ক্ষমা পাবে, অথবা অন্য কোনো দেশে নিরাপদে চলে যেতে পারবে। কোনো ফিলিস্তিনিকে গাজা ছাড়তে বাধ্য করা হবে না এবং যারা চলে যেতে চাইবে, তারা ভবিষ্যতে ফিরে আসার সুযোগ পাবে। গাজার অর্থনীতি পুনর্গঠনের জন্য একটি বিশেষজ্ঞ প্যানেল ট্রাম্প অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করবে।

সম্ভাব্য মতবিরোধ কোথায়?

চুক্তির পরবর্তী ধাপগুলো নিয়ে আলোচনায় বেশ কিছু বিষয়ে বড় ধরনের মতপার্থক্যের আশঙ্কা রয়েছে। হামাস বরাবরই বলে এসেছে, ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তারা অস্ত্র সমর্পণ করবে না। এই পরিকল্পনায় প্রাথমিক সাড়া দেওয়ার সময়ও তারা নিরস্ত্রীকরণের বিষয়ে নীরব ছিল, যা থেকে অনেকে ধারণা তাদের অবস্থানে কোনো পরিবর্তন আসেনি। অন্যদিকে, ইসরায়েল যদিও পুরো পরিকল্পনাটিতে সম্মতি দিয়েছে, কিন্তু নেতানিয়াহু যুদ্ধ–পরবর্তী গাজায় ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের ভূমিকার বিরোধিতা করেছেন।